সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ০১-০২

১৩ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার

শাহ ফয়সাল মাসজিদ, পাকিস্তান

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নওয়াবপুর রোড শাখা যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১	**সাপ্তাহিক আরাফাত** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০
বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।	**মাসিক তর্জুমানুল হাদীস** শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বংশাল শাখা সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০ যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৭
* সংখ্যা : ০১-০২
* বার : সোমবার

- ১৩ অক্টোবর-২০২৫ ঈসায়ী
- ২৮ আশ্বিন-১৪৩২ বাংলা
- ২৯ রবিউস্ সানি-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রধান সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-২২৪৪৫৮৫৫১

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কোরআনুল হাকীম :
  - ❖ দায়িত্ব পালনে আমানতদারি না থাকলে জাতি বিপর্যস্ত হবে
    আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ সম্পদ ও নেতৃত্বের লোভ
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৬
- প্রবন্ধ :
  - ❖ সেদিন কৃতকর্মের ডায়রি আমাকেই পড়তে হবে
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১০
  - ❖ মুসলিম ক্ষমতায়ন : একটি ক্ষুদ্র পর্যালোচনা
    আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ১৩
  - ❖ ইসলামী শরীয়তে কথা বলার আদব
    আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ- ১৬
- সাহাবা চরিত :
  - ❖ আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী- ২২
- কাসাসুল কোরআন :
  - ❖ এক অন্ধ সাহাবীর গল্প
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৫
- বিশেষ মাসায়িল :
  - ❖ সফরে থাকা অবস্থায় যানবাহনে কীভাবে সালাত আদায় করব?
    আরাফাত ডেস্ক- ২৬
- সাময়িক প্রসঙ্গ :
  - ❖ আহলুল হাদীস ও জমঈয়তে আহলে হাদীস
    মজিবুর রহমান- ২৮
- আত্মগঠন :
  - ❖ ... রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র
    মো. মনিরুজ্জামান- ৩১
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩৪
  - ❖ ইন্‌শা-আল্লাহ : আশ্বাস নয়, আস্থার প্রতীক
    মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ৩৭
- ইতিহাস-ঐতিহ্য :
  - ❖ সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ : যিনি ভাঙলেন...
    নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ- ৩৮
- কবিতা ৩৯
- শুব্বান সংবাদ ৪০
- স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা ৪৫
  - ❖ বিপর্যয় ও ... : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, ২০২৫
    মুহাম্মদ শামসুল আলম- ৪৩
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৫
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৬
- কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নব-নির্বাচিত কমিটির তালিকা ৪৭

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্র নয়, গঠনতান্ত্রিক নীতিতেই জমঈয়তের নেতৃত্ব নির্বাচন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইলের জমঈয়ত ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও উৎসবমুখর পরিবেশে। সারা দেশের ৫১টি জেলা থেকে আগত মনোনীত কাউন্সিলরবৃন্দ প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। এতে অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সভাপতি এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচন শুধু একটি সংগঠনের নেতৃত্ব নির্ধারণ নয়, বরং জমঈয়তের দীর্ঘদিনের গঠনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলার এক উজ্জ্বল প্রতিফলন। কিন্তু কাউন্সিল শেষে কিছু সামাজিক মাধ্যমে এমন অপপ্রচার দেখা গেছে–যেন জমঈয়তের নির্বাচন প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসরণে সম্পন্ন হয়েছে। এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

জমঈয়তের নির্বাচন কখনোই সাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকরণে পরিচালিত হয়নি। এটি হয়েছে সংগঠনের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও শরীয়াহভিত্তিক বিধিবিধান অনুসারে। এখানে ভোটাধিকার ছিল কেবলমাত্র মনোনীত কাউন্সিলরদের–যারা সংগঠনের নীতিনিষ্ঠ, বিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল সদস্য। ইসলামী পরিভাষায় এদের বলা হয় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ–অর্থাৎ যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব বাছাইয়ের যোগ্য প্রতিনিধি।

প্রচলিত গণতন্ত্রে প্রার্থী নিজে ভোটে অংশগ্রহণ করে প্রচারণা চালান, নানা উপায়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। অথচ জমঈয়তের নির্বাচনে এমন কোনো প্রার্থিতা, আত্মপ্রচার বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্কৃতি ছিল না। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে নিরপেক্ষতা, পরামর্শ ও শরীয়াহসম্মত ন্যায্যতার ভিত্তিতে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, যারা সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তারা অধিকাংশই জমঈয়তের সদস্য নন। তাদের উদ্দেশ্য জমঈয়তের ঐক্য ও নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। একটি স্বার্থান্বেষী মহল সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালিয়ে সংগঠনের সৎ, পরিশ্রমী ও সচেতন কাউন্সিলরদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে চাচ্ছে। এরা জানে, ঐক্যবদ্ধ জমঈয়তই হলো আহলে হাদীস আন্দোলনের শক্তি–তাই তারা বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে সেই শক্তিকে দুর্বল করতে চায়।

এখানে মনে রাখা জরুরি–গঠনমূলক সমালোচনা আর ভিত্তিহীন অপপ্রচার এক নয়। সমালোচনা সংগঠনকে সংশোধনের সুযোগ দেয়, কিন্তু অপপ্রচার বিভেদ সৃষ্টি করে, আস্থার বন্ধন ভেঙে দেয়।

আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো ঐক্য, আনুগত্য ও ইতিবাচক মনোভাবের চর্চা। যারা নেতৃত্বে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা শরীয়াহর সীমারেখার ভেতরে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য তাদের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করা এবং দুআ করা–যেন তারা জমঈয়তকে আরও বেগবান, গতিশীল ও সময়োপযোগীভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

অপপ্রচারের জবাব কখনো কাঁদা ছোড়াছুড়িতে নয় বরং কর্মে, শৃঙ্খলায় ও নৈতিক দৃঢ়তায় দিতে হয়।

জমঈয়তের এই নির্বাচন সেই দৃঢ়তারই প্রমাণ ॥

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

আল কোরআনুল হাকীম

দায়িত্ব পালনে আমানতদারি না থাকলে জাতি বিপর্যস্ত হবে

–আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۞ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۖ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

সরল অনুবাদ

"দুনিয়ার জীবনতো খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের ধন-মস্পদ চাইবেন না। তিনি তোমাদের কাছে তা চাইলে এবং অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে। তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। শোনো, তোমরাইতো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অথচ তোমদের কেউ কেউ কৃপনতা করছে। যারা কৃপনতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপনতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।"[১]

আলোচ্য বিষয়

দুনিয়ার লোভ-লালসা ঈমান চর্চার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। আল্লাহ প্রদত্ব সম্পদ নিয়ে মানুষ আস্ফালন করতে পারে না। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব পালন না করলে অন্য দায়িত্বশীল জাতি আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা পূর্ণ আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব পালন করবে; তোমাদের মতো অলস ও দুনিয়া বিলাসী হবে না।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ...﴾

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : ঈমান রক্ষা ও সে পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অর্জিত বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। পক্ষান্তরে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মাল-সম্পদ ব্যয় করা নিছক বোকামী বৈ কিছু না।[২]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াবী বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মুহাব্বাতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মুহাব্বাতের উপর প্রাধান্য দিয়ো না।[৩]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا...﴾

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মু'মিনবান্দাদেরকে ফরয যাকাত ও তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এতদ্সত্ত্বেও কিছু মানুষ কৃপনতা করে। যারা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তারা নিজেদের জন্যই কৃপনতার অশুভ পরিনাম

★সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত।

১ সূরা মুহাম্মাদ : ৩৬-৩৮।

২ জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন- ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, ২২/১৯০।

৩ পবিত্র কুরআনুল কারীম- মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন অনুদিত, বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা/১২৬২-১২৬৩।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

ডেকে আনে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাল-সম্পদ ও 'আমলের মূখাপেক্ষি নন; তিনি সম্পূর্ণ অভাবশূন্য।[৪]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ...﴾

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আবূ হাতেম ও ইবনু জারীর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, যদি তোমরা মহান আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নিকট থেকে আসা শরিয়াতের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তিনি তোমাদের যায়গায় এমন এক জাতির উত্তান ঘটাবেন-যারা তাঁর নির্দেশ শ্রবণকারী হবে এবং আনুগত্য প্রদর্শণ করবে।[৫]

এ আয়াতে উল্লেখিত সম্ভাব্য আনুগত্যশীল জাতি বলতে কোন জাতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। একেক জ্ঞানী কিছু অগ্রহণযোগ্য অসর্থিত উদ্ধৃতির উল্লেখ করে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কাঁধে অর্পিত ঈমান ও 'আমলের দায়িত্ব যথাযথ পালন না করলে কি পরিনতি হতে পারে– সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অসীম কুদরাতের অধিকারী। তাঁর পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে যেয়ে মুফতী শফি (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনিতো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্ত্বেরও মূখাপেক্ষি নন। যদি তোমরা আমার (মহান আল্লাহর) বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বসো, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব ততদিন সত্য ধর্মের হিফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মতো বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে।[৬]

দারসের শিক্ষাসমূহ

০১. দুনিয়া পরীক্ষার কেন্দ্র। এখানে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ভোগ-বিলাস নিয়ে যারা বিভোর থাকবে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

০২. আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসারের ন্যায় গুরু দায়িত্ব কারোর প্রতি অর্পিত হলে সে তা পালনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে; কোনোরূপ অহংকার করবে না। উপরন্তু মাদ'উ বা আহুত ব্যক্তিদের সাথে ভদ্র-নম্র ব্যবহার করবে; কখনো তাদের প্রত কঠোর হবে না।

০৩. প্রত্যেকে তার প্রাপ্ত ফলাফল বুঝে পাবে। আল্লাহ করো প্রতি নূন্যতম কোনো অবিচার করবেন না। হিসাবের খাতায় কোনো প্রকার কম করা হবে না।

০৪. দুনিয়ার বিধিসম্মত ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে। তবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি আখিরাতের মহান স্বার্থ পরিত্যাগ করে দুনিয়ার ভোগবিলাসে মাতাল হতে পারে না। কেননা, এ সবইতো দ্রুত ধ্বংসশীল বস্তু।

০৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীন রক্ষার্থে ও কেবল মানব কল্যাণে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করতে নির্দেশ দেন। অথচ মানুষ কৃপনতার ব্যধিতে আক্রান্ত। তাদের অন্তরের কৃপনতা একদিন প্রকাশ পাবে।

০৬. দীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব সথাসাধ্য পালন না করলে পরিনতি অশুভ। দুনিয়াতে হতে পারে গাফিলরা দায়িত্বহারা অপাংতেও। আর আখিরাতে তো রয়েছে আল্লাহর রোষানল।

উপসংহার

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজ চিত্র প্রায় পালটে গেছে। মানুষ দুনিয়াকে আসল ঠিকানা মনে করে দুনিয়ার গোলামে পরিণত হয়ে পড়ছে। মহান আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করছে; অথচ তার নাফরমানী করতে কোষ্ঠাবোধ করছে না। তার দেওয়া মাল অন্যায়ভাবে অত্মসাৎ করছে। কেউবা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে দূর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ঈমান-'আমলের কথা বলব! সেখানে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। দীনি দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাফেলার কথা বলব! সেখানেও যেন ইখলাস বা নীতি বাক্য কথার যাদুবক্সে বন্দি। হায়! কবে আমাদের সু-বুদ্ধির উদয় হবে! ☒

---

[৪] *তাফসীর আল-বাগাভী- আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন আল-বাগাভী, ৪/২১৯।*

[৫] *তাফসীর আত-তাবারী- ইমাম ইবনু জারীর, ১১/৩২৯।*

[৬] *পবিত্র কুরআনুল কারীম- মাওলানা মহিউদ্দিন খাঁন অনূদিত, বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা/১২৬৩।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

সম্পদ ও নেতৃত্বের লোভ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ.

সরল অনুবাদ

কা'ব ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোনো ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে তার চাইতেও ধনলোভ ও খ্যাতিলোভ মানুষের দ্বীনের অধিক বিনাশ সাধন করে।[৭]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসটি দুনিয়ার লোভে দ্বীন নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দেওয়া মূল্যবান একটি উদাহরণ। রাতের বেলা রাখালবিহীন ছাগলের খোয়াড়ে ঢুকে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ যেভাবে ইচ্ছামত ছাগল মেরে চিরে নাস্তানাবূদ করে। যার হামলা থেকে কোনো ছাগলই রেহাই পায় না। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদ এবং নাম-যশ ও পদের লোভ মু'মিনের ঈমানকে নির্বাপিত করে দেয় ও দ্বীনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। রাসূলে কারীম (ﷺ) এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন এভাবে–

«لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ».

আদম সন্তানের যদি দুই উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে সে কামনা করে– তার যদি আরেকটি উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকত! মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে না![৮]

লোভের একটা স্তর তো এমন– কেউ অর্থ-সম্পদের পেছনেই তার জীবনকে ব্যয় করে দিলো। নাওয়া-খাওয়া জীবনের সুখ-আরাম ভুলে গিয়ে কেবলই টাকা আর টাকা! অধিক সম্পদ উপার্জনের লোভে যে এভাবে নিজেকে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিলিয়ে দেয়, নিজের উপার্জিত টাকা সে আর ভোগ করে যেতে পারে না। এখানে অবশ্য ব্যক্তি কেবল তার নিজের আরামকেই হারাম করে, অন্য কেউ তার দ্বারা আক্রান্ত হয় না। লোভের আরেকটি স্তর হচ্ছে– নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে অন্যকে আক্রান্ত করা, প্রভাব খাটিয়ে কিংবা কোনো কৌশলে অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া। লোভের উপরোক্ত প্রথম স্তরটিও প্রশংসনীয় নয় মোটেও, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি সম্পূর্ণই হারাম। বলে-কয়ে হোক আর গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে হোক, সর্বক্ষেত্রেই তা নিন্দনীয়, অবৈধ। এ লোভই মানুষের পতন ডেকে আনে। দাপট হয়তো কিছুকাল তাকে সঙ্গ দেয়। কিন্তু একসময় তাকে পতনের মুখে পড়তেই হয়। তবে এটাও অনস্বীকার্য– জীবনে চলতে গেলে টাকা লাগেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাই সমাধান দিচ্ছেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ، خُذُوْا مَا حَلَّ، وَدَعُوْا مَا حَرُمَ».

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনে সহজতা অবলম্বন করো। জেনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার জন্যে নির্ধারিত রিয্ক পূর্ণ না করে ততক্ষণ তার কিছুতেই মৃত্যু হবে না। একটু দেরিতে হলেও তা তার কাছে পৌঁছবেই। তাই মহান

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[৭] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৭৬; ইবনু হিব্বান- হা. ৩২১৮; সহীহুল জামে' - হা. ৫৬২০।*

[৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৩৭, সহীহ।*

আল্লাহকে ভয় করো। উপার্জনে সহজতা অবলম্বন করো। হালাল যতটুকু তা গ্রহণ করো আর যা কিছু হারাম তা বর্জন করো।[৯]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে লোভের দু'টি স্তর থেকেই বেঁচে থাকার পথ নির্দেশ করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হতে থাকে, কিন্তু তার দু'টি জিনিস যুবক হতে থাকে। আর তা হলো– মালের প্রতি লোভ ও বয়সের প্রতি লোভ।[১০]

عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي النَّاسَ عَطَايَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ : خُذْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الدِّيْنَارُ وَالدِّرْهَمُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকেদেরকে তাদের প্রাপ্য দান করতেন। একদা এক ব্যক্তি এলে তাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, নাও। আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে দীনার ও দিরহাম ধ্বংস করেছে। আর সেই দু'টি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।[১১]

নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ : সম্পদের লোভের চেয়ে ভয়াবহ হলো নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ। নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভে মানুষ দু'হাতে মুষলধারে বৃষ্টির মতো অর্থ ব্যয় করে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা সত্বর নেতৃত্বের লোভী হয়ে পড়বে। অথচ সেটি কিয়ামতের দিন লজ্জার কারণ হবে। অতএব, কতই না সুন্দর দুগ্ধ দায়িনী ও কতই না মন্দ দুগ্ধ বিচ্ছিন্নকারিণী'।[১২]

পদপ্রার্থী হয়ে অর্থের বিনিময়ে নির্বাচকদের প্রভাবিত করার ঘটনা নতুন কিছু নয়। পদ পেয়ে অহংকারবোধ এবং মানুষের কাছে প্রশংসা কামনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

"যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদের 'আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।"[১৩]

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ.

'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বললেন : হে 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্! তুমি নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ, চাওয়ার পর যদি নেতৃত্ব পাও তবে এর দিকে তোমাকে সোপর্দ করে দেয়া হবে। আর যদি না চেয়ে তা পাও তবে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করা হবে। কোনো কিছুর ব্যাপারে যদি শপথ করো আর তাছাড়া অন্য কিছুর ভিতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফ্ফারা আদায় করে তাথেকে উত্তমটি গ্রহণ করো।[১৪]

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'টি বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যথা-

এক. নেতৃত্বের মোহ ত্যাগ করা। নেতৃত্ব চেয়ে না নেওয়া। কেননা তাতে মানুষের ব্যর্থ ও নিন্দিত হওয়ার ভয় আছে।

দুই. জিদের বশবর্তী হয়ে কোনো কল্যাণকর বিষয় ত্যাগ করা উচিত নয়। এমনকি কোনো কল্যাণকর কাজ না করার কসম করলেও তা পরিহার না করে কাফফারা আদায় করা উত্তম।

---

[৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২১৪৪, সহীহ।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৫৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৩৪।*
[১১] *সহীহ তারগীব- বায্যার, হা. ৩২৫৮।*
[১২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৪৮।*
[১৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৮।*
[১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬২২।*

নেতৃত্ব চাওয়া বারণ কেন?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্'র হাদীসে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেন তখন পুরো দায়িত্ব ও ব্যর্থতার দায় ব্যক্তির ওপর বর্তাবে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে না। বিপরীতে মানুষের আগ্রহে নেতৃত্ব গ্রহণ করলে তারা সহযোগিতা করবে। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লিখিত হাদীসের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, 'যে লোক মহান আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন'। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এখানে 'সাহায্য করা হবে' বাক্যে মহান আল্লাহর সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তি নির্মোহভাবে মানুষের কল্যাণ ও ইসলামের সেবা করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হলে সে মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। এছাড়া নেতৃত্বের লোভ এক প্রকার জাগতিক মোহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'দুনিয়ার মোহ সব পাপের মূল।'[১৫]

নেতৃত্ব পরকালে লজ্জার কারণ হবে : নেতৃত্বের প্রত্যাশার ব্যাপারে একাধিক হাদীসে মহানবী (ﷺ) সতর্ক করেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা নেতৃত্বের লোভ করো, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে।'[১৬]

প্রত্যাশীদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে না : কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বপ্রত্যাশী হলে তাকে নেতৃত্ব না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। যেমন-

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও আমার গোত্রের দুই ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর কাছে এলাম। সে দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমির নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদের এ পদে নিয়োগ করি না।'[১৭]

বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰی یَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَیْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللّٰهُ یُؤْتِیْ مُلْكَهٗ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ﴾

"আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর কিভাবে তার বাদশাহী হতে পারে? বাদশাহীর ব্যাপারে তো তার চেয়ে আমরাই অধিক হক্বদার। আর তাকে তো অধিক মাল দেয়া হয়নি। নবী বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে তাকে প্রচুর প্রবৃদ্ধি দিয়েছেন। আল্লাহ তো যাকে চান তাকেই তার রাজত্ব দিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশস্ত ও সর্বজ্ঞানী।"[১৮]

জাতির দুর্দিনে নেতৃত্ব গ্রহণ নিন্দনীয় নয় : নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিন্দনীয়। তবে জাতির দুর্দিনে নেতৃত্বের জন্য এগিয়ে আসা নিন্দনীয় নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রশংসনীয়ও বটে। বিশেষত যখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিকল্প কোনো ব্যক্তি পাওয়া না যায়। মিসরের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ থেকে জাতি রক্ষা করতে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) মিসর শাসককে বলেছিলেন,

[১৫] *ফায়জুল কাদির- হা. ৩৬৬২।*
[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৪৯।*
[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৪৮।*
[১৮] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৪৭।*

﴿قَالَ اجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ﴾

“তিনি বললেন, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।”[১৯]

লোভ থেকে বাঁচার উপায়

১. মহান আল্লাহর ভয় এবং তাক্বওয়া : লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকার আরেকটি উপায় হলো আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করা। কেউ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জীবন দান করবেন এমনভাবে রিয্ক দেবেন, এতে তার আর কোনো টেনশন ভয় থাকবে না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ﴾

“কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি তার জন্যে কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন স্থান থেকে রিয্ক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।”[২০]

২. অল্পে তুষ্টি : লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম পদ্ধতি হতে পারে অল্পে তুষ্টি। অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করতে পারলে মানুষ নিজের যতটুকু সম্বল রয়েছে, এতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্তি খোঁজার চেষ্টা করেন। অধিক প্রাপ্তি অথবা কোনো কিছু না পাওয়ার না থাকার গ্লানি তাকে ছুঁতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ﴾

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।”[২১]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তার অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার কাছে অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই বড় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না।’[২২]

৩. দুনিয়ার অসারতা : যেই পৃথিবীতে মানুষ বর্তমানে বসবাস করছে, যেই জীবন নিয়ে উচ্চাকাঙ্খা দেখছে, তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। মালাকুল মাউত এসে উপস্থিত হলেই রঙরসে ভরপুর পৃথিবীর সফর শেষ হবে। এই কথা সবসময় মনে রাখতে হবে।

৪. মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয় : পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এসবের জবাবদিহীতা করতে হবে, এই বিশ্বাস অন্তরে রাখতে হবে। হিসাব দিবসের কথা সবসময় অন্তরে থাকলে মানুষের উচ্চাকাঙ্খা কমে যাবে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কি কি ‘আমল করেছে।[২৩]

শিক্ষণীয় বিষয়

১. সম্পদ ও নেতৃত্বের লোভ থেকে পদক্ষে বেঁচে থাকা দরকার।
২. লোভ লালসা ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে।
৩. লোভের কারণে মানুষ হারামের দিকে ধাবিত হয়। ☒

[১৯] *সূরা ইউসুফ : ৫৫।*
[২০] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ২-৩।*
[২১] *সূরা আত্ তাকা-সুর : ১।*
[২২] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[২৩] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

সেদিন কৃতকর্মের ডায়রি আমাকেই পড়তে হবে

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের★

পার্থিব্য এ জগতে মানুষের সকল প্রকার কৃত-কর্মের বিচার, ফয়সালা করে থাকেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারকগণ। সাধারণতঃ বিচারক বিচার কার্য পরিচালনা করেন তার এজলাসে বসে। আর বিবাদীগণ থাকেন ছোট্ট একটা কাঠরার মধ্যে। বিজ্ঞ বিচারক যখন কোনো মাসআলার চূড়ান্ত ফয়সালা দেন সেদিন যথানিয়মে এজলাসে বসে চূড়ান্ত রায় বা ফায়সালাটি পড়ে কাঠরার মধ্যে দণ্ডায়মান বিবাদীদেরকে শোনাতে থাকেন। চূড়ান্ত ফায়সালায় যখন কোনো ব্যক্তির ফাঁসীর সিদ্ধান্ত হয় এবং বিচারক যখন ফায়সালাটি উক্ত ব্যক্তিকে পড়ে শোনান তখন উক্ত ব্যক্তি দোষী হলেও তাৎক্ষণিক অনেকে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে, অনেকে আবেগবশত নানারকম মন্তব্য করতে থাকে। এটিই হচ্ছে পার্থিব্য এ জগতের বিচার কার্যাবলীর নিয়মনীতি।

অপরদিকে আখিরাত জীবনে বা পরকালীন জীবনে মানুষের কৃতকর্মের বিচার-ফায়সালার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রতিটি মানুষ তার সকল কৃতকর্মের ভালো-মন্দের ফায়সালা সে নিজেই বিচারকের মতো রায় দিতে পারবে। কোনো উকিল এবং বিচারকের প্রয়োজন পড়বে না। কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন প্রতিটা মানুষের দু’কাঁধে দু’জন ফেরেশ্‌তা নিয়োগ দিয়ে রেখেছেন তার সমুদয় কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করার জন্য। একজন ডান কাঁধে এবং অন্যজন বামকাঁধে, একজনের নাম মুনকার, অন্যজনের নাম নাকীর। ক্লোজ সারকিট ক্যামেরার ন্যায় যাবতীয় ঘটনা বা কার্যক্রম সবকিছুই এমনকি মানুষের অন্তরের কামনা-বাসনা পর্যন্ত ও উক্ত ক্যামেরায় বন্ধি হয়ে যায়। মানুষ যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থায় থাকুক না কেন, তার ‘আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার ‘আমল লিপিবদ্ধ হতেই থাকে। মৃত্যুর পর কেবল তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ ‘আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে; যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফায়সালা করে দিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য না ‘আযাবের যোগ্য। ক্বাতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও ‘আমলনামা পড়ে ফেলবে লেখাপড়া জানা ব্যক্তির মতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেন,

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا ۞ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا﴾

অর্থাৎ- “প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসেব-নিকেশের জন্য যথেষ্ট।”[২৪]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! উপরোক্ত আয়াতে “তায়িরাহ” এবং “উনুকিহ” দু’টি শব্দ আছে তায়িরাহ অর্থ “‘আমল”, যা তার কাছ থেকে পাখীর মতো উড়ে চলে যায়। আর “উনুকিহ” অর্থ হচ্ছে গ্রীবা বা ঘাড়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘আমল যা প্রতিনিয়ত মানুষ করে থাকে। অর্থাৎ- মানুষ যে সকল ‘আমল করে থাকে তা তাদের গ্রীবার সাথে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক করে দিয়েছেন। গলার হার যেমন গলার সাথে সংযুক্ত থাকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, তেমনি মানুষের ‘আমল তার গলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে যা কখনো আলাদা হবে না। অর্থাৎ- ভালো-মন্দ সকল ‘আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় কিয়ামতের দিন সেই লিপিবদ্ধ কিতাব তার সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং বলা হবে আজ তুমি নিজেই তোমার ‘আমলের তালিকা পড়ো।

★ ***সহকারী অধ্যাপক***, *বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও* ***খতীব***, *মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[২৪] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ১৩-১৪।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

'আমল হিসাব-নিকাশ করে জান্নাতী হবে না জাহান্নামী হবে তার ফয়সালার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। দেখুন, কি ভয়ংকর পরিস্থিতি, সেদিন যারা জান্নাতী হবে তাদের তো মহা আনন্দ আর যারা জাহান্নামী হবে তাদের কি অবস্থাটানা সেই সময় হবে? এটা কত মর্মান্তিক পরিনতি। নিজের ফাঁসী কেউ নিজে দিতে চায়? অথচ সে দিন সেটিই বাস্তবে হবে। যেটি মনে করলে আতঙ্কে শরীর শিউরে ওঠে।

এহেন পরিস্থিতিতে যারা সেই দিন অপরাধী হবে অর্থাৎ- জাহান্নামী হবে তারা সংগা ফিরলে আল্লাহর নিকট বলবে, হে আল্লাহ! 'আমলনামা যেটি পড়লাম তাতে আমার অমুক অমুক সময় কিছু ভালো ভালো কাজ করেছিলাম সেটি তো এ তালিকায় দেখছি না। এটি যোগ হলে আমি উত্তীর্ণ হতে পারতাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে– আমি সে সৎ কর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ তোমরা অন্যদের গীবত করতে।[২৫]

সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা মনের অজান্তে প্রতিনিয়ত, ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়, আবেগবশত কি পরিমাণ যে গীবত করছি তার ইয়াত্তা নেই। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো অনুভূতিও নেই। অথচ এই গীবতের কারণে অর্জিত 'আমলসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে ঠিকানাটা জাহান্নামে হচ্ছে। কি ভয়ংকর ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে আমাদের যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ঐ 'আমলনামা বা ঐ কিতাবে মানুষ তার সমস্ত জীবনে যা 'আমল করেছে তার সকল কিছুই লিপিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সেই 'আমল অনুপাতে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। কারোর প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুল্‌ম করবেন না। কারো 'আমল নামায় কোনো প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না; বরং যে যা করেছে ঠিক হুবহু তাই সেখানে দেখতে পাবে। যা দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে এবং বলবে। এটা কেমন কিতাব ছোট-বড় সবকিছু লিখে রেখেছে কোনো কিছু বাদ নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[২৫] *মাযহারী।*

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

"এবং উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এটা কেমন গ্রন্থ! যে, ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়া হয়নি; বরং সমস্ত কিছুর হিসেব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার প্রতিপালক কারোর প্রতি যুল্‌ম করেন না।"[২৬]

আবার অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾

"এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করবো ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কারোর প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও সেটা আমি উপস্থিত করবো, হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।"[২৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআনের আয়াতে আরো সতর্ক করে বলেছেন,

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾

"হে আমার ছেলে! কোনো কিছু যদি সরিষার দানার পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে পাথরের ভিতরে, আসমানে কিংবা ভূ-গর্ভে, তথাপি তাও আল্লাহ উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত।"[২৮]

এ আয়াতের দ্বারা লুক্বমান তার ছেলেকে সতর্ক করেছেন যাতে ছেলে কখনও আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য ও পাপ কাজে লিপ্ত না হয়। এজন্য আমাদেরও যে কত সতর্ক হয়ে চলতে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা মনে করি কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না, তাই গোপনে এবং প্রকাশ্যে কি পরিমাণ যে, পাপ

[২৬] *সূরা আল কাহ্ফ : ৪৯।*
[২৭] *সূরা আল-'আম্বিয়া- : ৪৭।*
[২৮] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৬।*

কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু এসব পাই টু পাই মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে, অস্বীকার করার কোনো পথ নেই। এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

"কেউ অনু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।"[২৯]

সুতরাং মানুষ গোপনে বা প্রকাশ্যে যত ভালো কাজ এবং যত খারাপ কাজ করুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তা কিয়ামতের দিন অবশ্যই মানুষের সামনে উপস্থিত করবেন। সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। যা দিবালোকের ন্যায় এখন আমরা প্রতিনিয়ত টিভি দেখলেই দেখতে পাচ্ছি। একজন অপরাধীকে পুলিশ ধরলে অস্বীকার করার সাথে সাথে ভিডিওটি সামনে উপস্থাপন করলেই উক্ত অপরাধীর মুখ বন্দ হয়ে যায় মহান আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান দিয়ে যদি মানুষ এরূপ করতে পারে তাহলে সেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে এটা তো পানির মতো সহজ আমি মনে করি।

তাই আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে কিয়ামত দিবসে সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন সকল মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তাদের 'আমল অনুপাতে প্রত্যেকে বিচার করা হবে। তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুল্ম করা হবে না। এ ঘোষনা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সাবধান হওয়ার জন্য। যেমন- সূরা ক্বা-ফ-এর ১৭-১৮, সূরা আল-ইনফিত্বা-র-এর ১০-১২, সূরা আত্-তূর-এর ১৬, সূরা আন্-নিসা-এর ১২৩, সূরা আল-ক্বিয়া-মাহ্-এর ১৩-১৫ নং আয়াত। এ সকল আয়াতেও আমাদের কোনো ধরনের ওজর, আপত্তি, অভিযোগ যে, কাজে আসবে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকে সদা, সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে কাল কিয়ামতের ময়দানে সকল কৃতকর্মের পাই টু পাই হিসেব দেওয়ার জন্য। ☒

[২৯] *সূরা আয্ যিলযাল : ৭-৮।*

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমতবিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পেছনে যুক্তি ও দলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

আল্লামা মোহাম্মদ 'আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

মুসলিম ক্ষমতায়ন : একটি ক্ষুদ্র পর্যালোচনা

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশ্ন আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসে বলিষ্ঠভাবে পাওয়া যায়, মুসলমানরা এক সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। অথচ বর্তমানে বিশ্বমঞ্চে বহু মুসলিম সমাজ পিছিয়ে পড়া, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, সহিংসতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় জর্জরিত। এই বাস্তবতায় "মুসলিম ক্ষমতায়ন" শুধুমাত্র একটি উন্নয়নমূলক ধারণা নয়; বরং এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি, আন্দোলন এবং আত্ম-অনুসন্ধানের নাম।

ক্ষমতায়ন বলতে, এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে সমাজের দুর্বল, বঞ্চিত বা প্রান্তিক কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিজেদের জীবন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও সুযোগ দেওয়া হয়। এটি কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং মানসিক মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত।

★ **মুসলিম ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় :** একজন মুসলিম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনৈতিক সচেতনতা ও ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে সক্ষম করে তোলা। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা চিহ্নিত করে, সমাধানের পথ নির্ধারণ করে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পাশাপাশি ন্যায়ের পক্ষে সোচ্চার হতে পারে।

★ **মুসলিম ক্ষমতায়নের অভাব :** প্রথম কারণ হচ্ছে মুসলিম জাতি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হওয়া। প্রথম যুগের মুসলিমরা যখন কুরআন ও সুন্নাহকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করত, তখন তারা জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার শীর্ষে ছিল। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদা, 'উমাইয়াহ্ ও 'আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর, মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক বিভাজন, অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং বিদেশী শক্তির আগ্রাসন শুরু হয়। এ সময় থেকে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য হ্রাস পায় এবং তারা জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষা, যা ঐক্য ও প্রগতির কথা বলে, তা থেকে মুসলিমরা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। শিক্ষার অভাব ও ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা। আধুনিক যুগে মুসলিম বিশ্বের বড় একটি অংশ শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে অনেকেই ধর্মের ওপর ভিত্তিহীন এবং সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতে শুরু করে। এর ফলে ইসলামের মূল উদারতা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তে গোঁড়ামি এবং অসহিষ্ণুতা বিস্তার লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে, কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করা হয়, যা মুসলিম জাতিকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ﴾

"তোমরা এই দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ো না।"[৩০]

★ **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দুর্নীতি :** মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা। রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি, যেমন- ন্যায়বিচার, সমতা এবং জবাবদিহিতা, প্রায়শই উপেক্ষিত হয়। শাসকশ্রেণী নিজেদের ক্ষমতার জন্য জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়। এটি মুসলিমদের মধ্যে হতাশা বাড়ায় এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

** অধ্যায়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[৩০] সূরা আশ্-শূরা- : ১৩।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

★ **পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব :** একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং জীবনধারা মুসলিম সমাজের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। আধুনিকতা এবং বস্তুবাদের মোহে পড়ে অনেক মুসলিম যুবক নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি এক ধরনের আত্মপরিচয় সংকট তৈরি করছে, যেখানে তারা নিজেদের বিশ্বাস এবং আধুনিক বিশ্বের চাহিদার মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হচ্ছে।

★ **উপনিবেশবাদ ও মুসলিম সমাজের উপর এর প্রভাব :** পতনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা উপনিবেশবাদ মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করে। ১৮শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ২০শ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলো একে একে ব্রিটিশ, ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশে পরিণত হয়। উপনিবেশবাদ শুধু ভূখণ্ড দখল করেনি, তারা চিন্তাধারাও বদলে দিয়েছে। পশ্চিমা শিক্ষা, আইন, প্রশাসন ও সংস্কৃতির নামে মুসলিমদের আত্মপরিচয়কে ঝাপসা করে দেওয়া হয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নের আড়ালে মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলা হয়। মুসলিমদের মধ্যে উপনিবেশবাদীদের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা হয়, যা নিজেদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতির সূচনা করে। উপনিবেশবাদ মুসলিম সমাজে বিভাজনও সৃষ্টি করে। “Divide and Rule” নীতির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। আজও আমরা তার প্রভাব দেখছি, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক মতভেদের মধ্যে।

⇨ **মুসলিম ক্ষমতায়নকে উজ্জীবিত করতে করণীয় :** এক সময় যে জাতি সভ্যতা, জ্ঞান, নেতৃত্ব ও নৈতিকতার মানদণ্ডে বিশ্বের শীর্ষে ছিল, আজ তারা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল, সাংস্কৃতিকভাবে বিভ্রান্ত এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে আত্মবিশ্বাসহীন। অথচ ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে সম্মানিত করে, ক্ষমতায়নের পথ দেখায় এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের দিকে আহ্বান জানায়।

⇨ ক্ষমতায়নের কথা বললে আমাদের প্রথমেই ফিরে যেতে হবে জ্ঞানের কাছে। জ্ঞানই হলো প্রকৃত শক্তি যা কোনো জাতিকে গড়ে তোলে এবং আত্মনির্ভর করে। ইসলামের প্রথম ওহী শুরু হয়েছিল “ইক্বরা” অর্থাৎ- পড়ো। অথচ আজ আমরা সেই জ্ঞানের চর্চা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে। মুসলিম সমাজকে আবার জ্ঞানচর্চায় ফিরিয়ে আনতে হবে— শিক্ষা, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার মাধ্যমে। নতুন প্রজন্মকে কেবল ডিগ্রি অর্জনে নয়; বরং বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ দিতে হবে।

⇨ আত্মপরিচয়ের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু মুসলমান আজ নিজেদের ইতিহাস, পরিচয় ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন। মুসলিম জাতিকে জানতে হবে তারা কে, কোথা থেকে এসেছে এবং কী উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আত্মপরিচয়ের বোধ জাগ্রত না হলে জাতি নিজের জন্য কিছু করতে পারে না। আর এই আত্মচেতনাই জন্ম দেয় আত্মবিশ্বাসের, যা ক্ষমতায়নের অন্যতম চালিকা শক্তি।

⇨ ক্ষমতায়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে আমাদের পারস্পরিক বিভাজন ও অনৈক্য। মুসলিম উম্মাহ আজ মাযহাব, বর্ণ, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শের নামে বিভক্ত। অথচ ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং উম্মাহসচেতনতা। এই বিভাজন কাটিয়ে উঠতে হবে এবং বিশ্বমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সম্মানবোধ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম, একমাত্র শাসনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

অর্থ : “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।”[৩১]

⇨ একটি জাতির শক্তি নির্ভর করে তার চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর। সমাজের প্রতিটি স্তরে নৈতিকতা, সততা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে হবে। একজন মুসলমানের পরিচয় কেবল সালাত-

[৩১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৯।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সিয়ামে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাঁর আচার-আচরণ, দায়িত্ববোধ এবং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভূমিকা দিয়েই তার ইসলাম চেনা যাবে।

⇨ ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। মুসলিম সমাজকে দারিদ্র্য ও পরনির্ভরশীলতা থেকে বের করে আনতে হলে হালাল ব্যবসা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ওয়াকফ ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ এবং যাকাতের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। যুব সমাজকে চাকরি প্রত্যাশী না হয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

⇨ এই যুগে প্রযুক্তির দখল যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার। মুসলমানদের প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বাড়াতে হবে– না শুধু ভোগের জন্য; বরং জ্ঞানচর্চা, দা'ওয়াহ, শিক্ষাবিস্তার ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল কনটেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন ও উদ্ভাবনের জগতে মুসলমানদের অবদান থাকতে হবে।

⇨ একটি সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্য দরকার দক্ষ, সৎ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব। আজ মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের সংকট প্রকট। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নেতৃত্বের মানোন্নয়ন করতে হবে। তরুণদের নেতৃত্বে উৎসাহিত করা, তাদের আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করা সময়ের দাবি। মুসলিম ক্ষমতায়ন (Empowerment) আত্মশক্তি, নেতৃত্ব, ন্যায়, জ্ঞান ও সমাজে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এই বিষয়গুলোর ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলছেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খিলাফত) দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন- তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন।"[৩২]

এই বক্ষমান আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– ঈমান ও সৎকর্ম হলেই মুসলিম সমাজ আবার নেতৃত্বে ফিরতে পারে, এটাই মুসলিম ক্ষমতায়নের মূলনীতি। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–

«اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ».

"শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। যদিও উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।"[৩৩]

এই হাদীস মুসলিমদের শক্তি অর্জন আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদা গঠনের প্রতি আহ্বান করে। "শক্তি" এখানে শুধু শারীরিক নয়; বরং জ্ঞান, চিন্তা, চরিত্র, নেতৃত্ব ও প্রভাব সবই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীস অনুসারে, ঈমান, সৎকর্ম, আত্মশক্তি ও নেতৃত্বের যোগ্যতা, এই চারটি ভিত্তির উপর মুসলিম ক্ষমতায়ন গড়ে ওঠে। এটি কোনো কল্পনা নয়; বরং প্রতিশ্রুত একটি বাস্তবতা, যা আমাদের দ্বারা অর্জনযোগ্য।

পরিশেষে, মনে রাখতে হবে, ক্ষমতায়ন কোনো বাইরের দান নয়। এটি একটি আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, যা ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতিতে বিস্তার লাভ করে। আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি ভাবনা, যদি আত্মমর্যাদা, জ্ঞান, নৈতিকতা ও একতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তবে মুসলিম উম্মাহ আবারও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে ইন্‌শা-আল্লাহ। ☒

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

اياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي عليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

[৩২] *সূরা আন্-নূর : ৫৫।*

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৬৪।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

ইসলামী শরীয়তে কথা বলার আদব

–আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ★

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে কথা বলার জন্য দিয়েছেন মুখ। দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে হয়। মানুষের পক্ষে সমাজে মুখ বন্ধ করে বসবাস করা সম্ভব নয়। নিজের প্রয়োজনে যেমন অন্যের কাছে নিজেকে ব্যক্ত করতে হয়, তেমনি অন্যের প্রয়োজনে তাকে এগিয়ে আসতে হয়। এক্ষেত্রে কথা বলার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু কথা বলার ক্ষেত্রেও মু'মিনকে কিছু শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। আজকের প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়তে কথা বলার আদব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইসলামী শরীয়তে কথা বলার আদব

১. কথা বলার পূর্বে সালাম দেওয়া : কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে যেমন সালাম দেওয়া উচিত, ঠিক তেমনি কারো সাথে কথা বলার পূর্বেও সালাম দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾

"যখন তোমরা গৃহে, প্রবেশ করবে তখন তোমরা স্বজনদেরকে সালাম জানাবে যা আল্লাহর দৃষ্টিতে বরকতময় পবিত্র সম্ভাষণ। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।"[৩৪]

অনুরূপভাবে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ.

"যে প্রথমে সালাম না দেবে, তাকে (প্রবেশে) অনুমতি দিও না।"[৩৫]

তিনি আরো বলেছেন :

السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه.

"কথার পূর্বে সালাম দেওয়া। যে সালামের আগে কথা বলতে শুরু করে, তার জবাব দিও না।"[৩৬]

২. সকলের সাথে সুন্দর ও উত্তমরূপে কথা বলা : মানুষের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলা উচিত। কেননা উত্তমভাবে কথা বললেও সাদাক্বাহ্ হিসেবে সওয়াব হাসিল হয়। তাই সদা উত্তম কথা বলা এবং কারো সাথে কথাবার্তা উত্তম বিষয়ে হওয়া উচিত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[৩৭]

তিনি আরো বলেছেন :

اَتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

"তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো, এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও। যদি সেটা কেউ না পায় তাহলে সে যেন উত্তম কথা বলে।"[৩৮] কেননা মানুষ কথার কারণে পরকালে পাকড়াও হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৩৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾

"তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোনো মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে সাদাক্বাহ্ করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, অচিরেই আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব।"[৪০]

৩. কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলা : কথা বলার সময় আওয়াজ এমন হওয়া উচিত যা মানুষ শুনতে পায়। আবার এমনভাবে চিৎকার করে কথা বলা উচিত নয়, যাতে মানুষ বিরক্ত হয় এবং অন্যের অসুবিধা হয়। অপ্রয়োজনে চিৎকার করাকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

★ *'আক্বীদাহ্ ও দা'ওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।*

[৩৪] *সূরা আন্-নূর : ৬১।*

[৩৫] *সহীহুল জামে'- হা. ৭১৯০।*

[৩৬] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ৮১৬।*

[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৮।*

[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০২৩।*

[৩৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬১৬।*

[৪০] *সূরা আন্ নিসা : ১১৪।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

﴿وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

"তুমি পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হলো গাধার কণ্ঠস্বর।"[৪১]

৪. অনর্থক ও বাজে কথা পরিত্যাগ করা : অনর্থক ও বাজে কথা পরিহার করতে হবে। কেননা এতে কোনো উপকারিতা নেই। রাসূল (ﷺ) বলেন–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

"মানুষের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে তার অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করা।"[৪২]

মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক মানুষের ব্যক্ত করা কথাবার্তার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، فَيَهْوِيْ بِهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"মানুষ মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে এবং তাকে দূষণীয় মনে করে না। অথচ এই কথার দরুন সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে।"[৪৩]

৫. শোনা কথা যাচাই না করে বলা থেকে বিরত থাকা : কারো নিকট থেকে শোনা কথার সত্যা মিথ্যা যাচাই না করে বলা উচিত নয়। কেননা এতে পাপী ও মিথ্যাবাদী হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"কোনো ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।"[৪৪]

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।"[৪৫]

৬. অপ্রয়োজনীয় বাকবিতণ্ডা পরিহার করা : তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া বা বাকবিতণ্ডা কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না। কাজেই অপ্রয়োজনে এসব থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরি। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

"আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কবিতর্ক বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।"[৪৬]

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْتُوْا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ﴾.

'হেদায়াত লাভের পর কোনো কওমই গোমরাহ হয়নি, যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি। অতঃপর তিনি পাঠ করেন– "বরং তারা হলো ঝগড়াকারী সম্প্রদায়"[৪৭]।'[৪৮]

৭. দ্রুত কথা না বলে ধীরে ধীরে কথা বলা : সাধ্যানুযায়ী ধীরে ধীরে কথা বলা উচিত। যাতে তা অপরের নিকটে বোধগম্য হয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ.

"নবী করীম (ﷺ) এমনভাবে কথা বলতেন যে, কোনো গণনাকারী গুণতে চাইলে তাঁর কথাগুলো গণনা করতে পারত।"[৪৯]

অন্য হাদীসে এসেছে– 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়ের (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর আচরণ তোমাকে কি অবাক করে না? সে এসে আমার ঘরের এক পাশে বসে আমাকে রাসূল (ﷺ)-এর একটি হাদীস পড়ে শুনাতে লাগলো। আমি তখন সালাতরত ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সে উঠে চলে গেল। আমি যদি তাকে পেতাম তবে তাকে বলতাম,

لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ.

---

[৪১] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৯।*
[৪২] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২৮৮১।*
[৪৩] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩১৪।*
[৪৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৯২।*
[৪৫] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৫৬।*
[৪৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮০০।*
[৪৭] *সূরা আয্-যুখরুফ : ৫৮।*
[৪৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩২৫৩।*
[৪৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৬৭।*

"রাসূল (ﷺ) তোমাদের ন্যায় তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না।"[৫০] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ.

'নবী করীম (ﷺ) যখন কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার বলতেন, যাতে তা বোঝা যায়।'[৫১]

৮. অশ্লীল কথাবার্তা পরিত্যাগ করা : অশ্লীল কথা বলা বা কথাবার্তায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيْءِ.

"মু'মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটূভাষীও হয় না।"[৫২]

৯. কথার মাধ্যমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কাউকে হেয় করার মানসিকতা ত্যাগ করা : কউকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং হেয় করার চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! কোনো সম্প্রদায় যেন কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। আর নারীরা যেন নারীদের উপহাস না করে। হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম। তোমরা পরস্পরের দোষ বর্ণনা করো না এবং একে অপরকে মন্দ লকবে ডেকো না। বস্তুত ঈমান আনার পর তাকে মন্দ নামে ডাকা হলো ফাসেক্বী কাজ। যারা এ থেকে তাওবাহ্ করে না, তারা সীমালংঘনকারী।"[৫৩] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

"তোমরা একজন অন্যজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরে শত্রুতা পোষণ করো না, পরস্পরকে ঘৃণা করো না, পরস্পর হিংসা করো না; বরং আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ পরস্পর ভাই হয়ে থেকো। কোনো মুসলমান ব্যক্তির পক্ষেই বৈধ নয় তার ভাইকে তিনদিনের অধিক সময় ধরে ত্যাগ করে থাকা।"[৫৪]

সেই সাথে অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করে তাদের অপমান-অপদস্ত করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি হয়।

১০. কথাবার্তায় সম্পূর্ণভাবে গীবত ও চোগলখুরী পরিহার করা : গীবত ও চোগলখুরী মারাত্মক অপরাধ। এমনকি অন্যের গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ﴾

"আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং একে অপরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করে? বস্তুত তোমরা সেটি অপছন্দ করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তাওবাহ্ কবুলকারী ও পরম দয়ালু।"[৫৫]

গীবত পরিহার করার জন্য যেমন নিষেধ করা হয়েছে তেমনি চোগলখোরী বর্জন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِيْنٍ ۞ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ﴾

"আর তুমি তার আনুগত্য করবে না যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। যে পশ্চাতে নিন্দা করে ও একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[৫৬]

হাদীসে এসেছে– হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট খবর পৌঁছল যে,

أَنَّ رَجُلًا يَنِمُّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

"এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৫৭] অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

'চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[৫৮]

---

[৫০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৫৬৮।*
[৫১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫।*
[৫২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯৭৭।*
[৫৩] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১১।*
[৫৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৫৫৮।*
[৫৫] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*
[৫৬] *সূরা আল ক্বালাম : ১০-১১।*
[৫৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৮।*
[৫৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৫৬।*

১১. কথাবার্তায় রূঢ়তা ও কর্কশতা পরিত্যাগ করা : রূঢ়তা ও কর্কশতা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"আর আল্লাহর রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হতে তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত।"[৫৯]

শুক্রদের সাথেও আল্লাহ বিনয়ী ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মূসা ও হারূণ (আলাইহিস সালাম)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ❁ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

"তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকটে যাও। নিশ্চয়ই সে উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর তার সাথে নরমভাবে কথা বলো। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"[৬০]

১২. মানুষের বুঝার সুবিধার্থে সহজ ভাষায় কথা বলা : কথা বলার ক্ষেত্রে মানুষের বোধগম্য ভাষায় কথা বলা উচিত। এমন ভাষায় কথা বলা উচিত নয়, যা সে বুঝতে পারে না। কারণ এতে মানুষ কথা বুঝতে না পেরে কষ্ট পায়। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ.

"মানুষের নিকট সেই ধরনের কথা বলো, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ করো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক?"[৬১]

১৩. গুনাহ ও নিষিদ্ধ কথা থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করা : কথাবার্তায় জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এমন কথা বলা উচিত নয়, যার কারণে মহান আল্লাহর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

لَا يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ.

"কোনো বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ না তার অন্তর সঠিক হবে। আর অন্তর ঠিক হবে না যতক্ষণ না তার জিহ্বা ঠিক হবে।"[৬২]

অন্যত্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا.

"মানুষ সকালে ঘুম হতে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাকো তাহলে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও, তাহলে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য।"[৬৩]

১৪. অন্যের কথার আমানত রক্ষা করা : কোনো ব্যক্তি কোনো কথা আমানত হিসাবে বললে তার খিয়ানত না করা সকলের আবশ্যিক পালনীয় বিষয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.

"যার আমানতদারীতা নেই, তার ঈমান নেই।"[৬৪]

অন্যের বলা কথার গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরি। সে ব্যক্তি মুখে গোপনীয়তা রক্ষার কথা না বললেও যখন সে ঐ কথা অন্যের সামনে বলতে চাইবে না কিংবা অন্য কেউ শুনুক সেটাও পছন্দ করবে না, তখন বুঝে নিতে হবে যে, সেটা গোপনীয় কথা– যা গোপন রাখাই আবশ্যক। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ.

"কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলার পর মুখ ঘুরালে (কেউ শুনছে কি-না তা দেখলে) তাই আমানত।"[৬৫]

১৫. তর্ক-বিতর্ক ও বাচালতা পরিত্যাগ করা : কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কথা বলা বা বাচালতা অনুচিত। এগুলো মানুষ পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম সে-ই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং ক্বিয়ামত দিবসেও সে

---

[৫৯] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৫৯।*
[৬০] *সূরা ত্ব-হা- : ৪৩-৪৪।*
[৬১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৭।*
[৬২] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২৫৫৪।*
[৬৩] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২৮৭১।*
[৬৪] *সহীহ আত্ তারগীব- হা. ৩০০৪।*
[৬৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৮৬৮।*

আমার খুবই নিকটে থাকবে। আর তোমাদের যে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আমার নিকট হতে অনেক দূরে থাকবে তারা হলো বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে মত্ত ব্যক্তিরা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! বাচাল ও ধৃষ্ট-দাম্ভিকদের তো আমরা জানি কিন্তু মুতাফাইহিকূন কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা।"[৬৬] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব লোককে ঘৃণা করেন যারা বাকপটুত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহ্বাকে দাঁতের সঙ্গে লাগিয়ে বিকট শব্দ করে, গরু তার জিহ্বা নেড়ে যেমন করে থাকে।'[৬৭]

ভান করে বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কথা বলাও ঠিক নয়। সহজ-সরলভাবে কথা বলা মু'মিনের জন্য জরুরি। সেই সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত।

১৬. একাই কথা বলার মানসিকতা পরিহার করা : অনেকে আছেন কেবল নিজেই অধিক কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন। অন্যকে কথা বলার সুযোগ কম দেন। এরূপ মানসিকতা পরিহার করা আবশ্যক; বরং অন্যের কথা শুনতে হবে ও তাদেরকে বলার সুযোগ দিতে হবে। আর কোনো মজলিসে কথা বলার ক্ষেত্রে বয়জ্যেষ্ঠকে প্রাধান্য দিতে হবে। হাদীসে এসেছে–

সাহ্ল ইবনু আবূ হাসমাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্ল ও মুহায়্যিসা ইবনু মাস'ঊদ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইহূদীদের সঙ্গে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহায়্যিসা 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্লের নিকট আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছেন। তখন মুহায়্যিসা তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর মদীনায় এলেন। 'আব্দুর রহমান ইবনু সাহ্ল ও মাস'ঊদের দুই পুত্র মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা নবী করীম (ﷺ)-এর নিকট গেলেন। 'আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কথা বলার জন্য এগিয়ে এলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, كَبِّرْ كَبِّرْ 'বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও'। আর 'আব্দুর রহমান ইবনু সাহ্ল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছিলেন বয়সে সবচেয়ে ছোট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা উভয়ে কথা বললেন।[৬৮]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রবীণ সাহাবীদেরকে ডাকতেন, তখন সেই সাথে আমাকেও ডাকতেন। আর বলতেন, তারা যতক্ষণ কথা না বলেন, ততক্ষণ তুমি কথা বলো না। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে (ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন, তা তো তোমরা জেনেছ। অতএব তোমরা রমাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করো। যে কোনো বেজোড় রাতে তোমরা তার সাক্ষাত পাবে।[৬৯]

১৭. কথা বলার আগে মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করা : বক্তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। কারো কথা শ্রবণ না করে তাকে হেয় করা, তার থেকে নিজেকে অধিক পণ্ডিত যাহির করার চেষ্টা করা কিংবা তাকে অযথা মিথ্যুক সাব্যস্ত করা যাবে না; বরং তার কথা শ্রবণ করে সেটা যাচাই বাছাই করা।

১৮. সর্বদা সত্য ও সঠিক কথা বলা : মু'মিন বান্দারা সর্বদা সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হবে এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৭০]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾

"হে নবী! আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও। আর যেখান হতেই আমাকে বের করো সত্যতা সহকারেই বের করো। আর তোমার পক্ষ থেকে শক্তিশালী সাহায্যকারী প্রদান করো।"[৭১] তিনি আরো বলেন,

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾

"আর আপনি কিতাবে ইব্রা-হীমকে স্মরণ করুন, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী ছিলেন।"[৭২]

[৬৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০১৮।*
[৬৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫০০৫।*
[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩১৭৩।*
[৬৯] *সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২১৭২।*
[৭০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১১৯।*
[৭১] *সূরা ইস্রা : ৮০।*
[৭২] *সূরা মারইয়াম : ৪১।*

১৯. মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিরত রাখা : মিথ্যা কথা বলা মারাত্মক পাপ। কখনো মু'মিন বান্দারা মিথ্যাবাদী হতে পারে না। তাই মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾

"আর আপনি কিতাবে ইব্‌রা-হীমকে স্মরণ করুন, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী ছিলেন।"[৭৩]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যুককে সঠিক পথ দেখান না।"[৭৪] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾

"কাজেই আপনি মিথ্যুকদের মানবেন না।"[৭৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾

"আপনি এমন ব্যক্তিকে মানবেন না যে খুব গুরুত্বহীন এবং বেশি বেশি মিথ্যা কসম করে। যে ব্যক্তি গালাগাল করে অভিশাপ দেয়, চোগলখোরী করে বেড়ায়। ভালো কাজে বাঁধা দেয়, যুল্‌ম ও সীমালংঘনমূলক কাজ করে বেড়ায়, বড়ই অসৎকর্মশীল, চরম চরিত্রহীন এর পরেও বদজাত।"[৭৬] রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

"আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ঘর নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে তর্ক পরিহার করে হক্ব হলেও। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দেয়ার জন্য যামীন, যে মিথ্যা পরিহার করে এবং আরও একটি ঘর জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দেয়ার জন্য যিম্মেদার, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে।"[৭৭]

আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمِ.

"তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই মিথ্যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।"[৭৮]

২০. সর্বদা বুঝে শুনে সতর্কতার সাথে কথা বলা : আমরা মানুষের সাথে অনেক ধরণের কথা বলি, তাই প্রতিটি কথা বলার আগে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা কথার মাধ্যমে শির্‌কসহ নানা রকমের পাপ হয়। আমাদের প্রতিটি কথা মহান আল্লাহর দরবারে রেকর্ড হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

"মানুষের উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর দরবারে সংরক্ষিত হয়।"[৭৯]

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ﷺ) মানবজাতির জন্যে প্রত্যেক কাজের নীতিমালা দিয়েছেন। সে অনুপাতে কথা বলারও কিছু ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। উপরিউল্লেখিত আদবগুলো মেনে আমাদের কথা বলা উচিত। তাহলে আমাদের কথার মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া সকল ধরনের পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারব। আর জান্নাতে যাওয়ার পথকে সহজ করতে পারব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।
তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৭৩] *সূরা মারইয়াম : ৪১।*
[৭৪] *সূরা গা-ফির : ২৮।*
[৭৫] *সূরা আল-ক্বালাম : ৮।*
[৭৬] *সূরা আল-ক্বালাম : ১০-১৩।*
[৭৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৮০০।*
[৭৮] *বায়হাক্বী কুবরা- হা. ২০৬১৫।*
[৭৯] *সূরা ক্বা-ফ : ১৮।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সাহাবা চরিত

আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী

নাম ও পরিচয় : বিশুদ্ধ মতে তাঁর নাম ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উসমান ইবনে ‘আমের আল-কুরাইশী আত-তাইমী। তাঁর পিতার নাম আবূ কুহাফা ‘উসমান ইবনু ‘আমের। তার পিতা আবূ কুহাফা বিলম্বে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করে। মাতার নাম সালামাহ্ বিনতু সাখার। আবূ বক্‌র তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। তাঁর উপাধী হচ্ছে সিদ্দীক এবং আতীক। আতীক অর্থ সুন্দর ও চমৎকার। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন বলেই তাঁকে আতীক বলা হতো। অথবা আতীক অর্থ হলো মুক্ত-আযাদ। সে হিসেবে তাকে আতীক উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হলো (বলা হয়ে থাকে) যে, তার মার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেই মারা যেতো। অতঃপর যখন আবূ বক্‌র জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাকে নিয়ে কাবা ঘরের নিকটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমার এই সন্তান তোমার জন্য আযাদ করে দিলাম। অতএব, তুমি একে বাঁচিয়ে রাখো। এছাড়াও তাঁকে আতীক উপাধিতে ভূষিত করার আরো কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

আর সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করার কারণ হলো– তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অত্যাধিক বিশ্বাস করতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। মি’রাজ থেকে এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকালে যখন মক্কাবাসীকে জানালেন, তখন কাফিররা আবূ বক্‌রের কাছে দৌঁড়িয়ে গিয়ে বলল, তোমার সাথী এ কি বলছে? সে বলছে, আজ রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করে এসেছে। অথচ উটে আরোহন করে সেখানে যেতে আসতে একমাস লাগে। আবূ বক্‌র তাদের সাথে কোনো কথা না বলে সরাসরি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চলে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি তাদেরকে এই কথা বলেছেন যে, আজ রাতে আপনি বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করে এসেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আজ বাইতুল মুকাদ্দাস এবং উর্ধ্বাকাশের সিদরাতুল মুনতাহাসহ সাত আসমান ভ্রমণ করে এসেছি। আবূ বক্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তখন বললেন, আমি এটা বিশ্বাস করলাম। কারণ সকাল বিকাল আপনার কাছে আসমানের খবর আসে। আমি সেটা বিশ্বাস করি। তাই আমার জন্য এটা বিশ্বাস করা কঠিন কিছু নয়। অতএব কাফিরদের মজলিসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মি’রাজের ঘটনাকে নির্দ্বিধায় সত্যায়ন করার কারণে তিনি তৎক্ষণাত তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামে প্রবেশ করেছেন, তাই তাকে সিদ্দীক বলা হয়। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আবূ বক্‌র, ‘উমার ও ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে নিয়ে উহূদ পাহাড়ে উঠলেন। অতঃপর যখন উহূদ পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নড়ে উঠলো, তখন তিনি বললেন,

«اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ».

হে উহূদ! তুমি স্থির থাকো। কারণ তোমার উপর আছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ।[৮০]

জন্ম : বিশুদ্ধ মতে তিনি হস্তীবাহিনীর ঘটনার দুই বছর পর অর্থাৎ- ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি বয়সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিলেন।

শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণাবলী : আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র শরীরের রং ছিল উজ্জল সাদা, গঠন ছিল হালকা, দুই গালে গোশ্‌ত ছিল কম, মুখমণ্ডল ছিল ছিপছিপে এবং কপাল ছিল উঁচু। তিনি মেহদী ও কাতাম নামক ঘাস দিয়ে মাথার চুল ও দাঁড়ি রঙ্গাতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও নরম স্বভাবের অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানবীর। মক্কায় যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণ করার কারণে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তিনি তাদের অনেককে নিজে অর্থ দিয়ে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তারই আযাদকৃত দাস। হিজরতের দিন যখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে আসলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছুই রেখে আসেননি, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ বক্‌র! তুমি তাদের জন্য কী রেখে এসেছো? তখন তিনি বললেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।

প্রাথমিক জীবন : অন্যান্য আরব শিশুদের মতো আবূ বক্‌র তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। ছোট বেলা তিনি মক্কার শিশুদের সাথে ছাগল চরিয়েছেন বলে জানা যায়। অতঃপর দশ বছর বয়সে তিনি তার বাবা আবূ কুহাফা ‘উসমানের সাথে একটি বাণিজ্য কাফেলায় বের হয়ে সিরিয়া যান। পরে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তিনি সিরিয়া, ইয়েমেন প্রভৃতি স্থানে সফর করেছেন। এসব সফরের ফলে তিনি ধনী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে উঠেন। তাঁর পিতা বেঁচে থাকলেও আবূ বক্‌র গোত্রের প্রধান হিসেবে সম্মান পেতে থাকেন।

---

[৮০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬৮৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

আবূ বক্র শিক্ষিত ছিলেন এবং কাব্যের প্রতি তার আগ্রহ ছিল। তার স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল এবং আরব গোত্রসমূহের বংশ তালিকা নিয়ে পাণ্ডিত্য ছিল।

ইসলাম গ্রহণ : আবূ বক্র প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সবার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের মনে কিছু দ্বিধা ছিল; কিন্তু আবূ বক্র বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম পরবর্তী জীবন : আবূ বক্রের স্ত্রী কুতাইলা বিনতু 'আব্দুল উজ্জা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাই আবূ বক্র তাকে তালাক দিয়েছিলেন। তার অন্য স্ত্রী উম্মু রুমান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ছেলে 'আব্দুর রহমান ইবনে আবি বক্র ছাড়া অন্য সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে আবূ বক্রের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে। 'আব্দুর রহমান ইবনে আবি বক্র পরবর্তীকালে মুসলিম হয়েছিলেন।

আবূ বক্রের ইসলাম গ্রহণ অনেককে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ যোগান। তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন 'উসমান ইবনু আফফান, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, ত্বালহাহ্ ইবনু উবাইদিল্লাহ, 'আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবূ উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ এবং আবূ সালামাহ্ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দুল আসাদসহ আরো অনেকেই। আবূ বক্রের ইসলাম গ্রহণ সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনেছিল। মক্কায় এ সময় দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। দাসদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। স্বাধীন ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণের পর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে থাকে তবে তারা তাদের নিজ গোত্রের নিরাপত্তা ভোগ করত। কিন্তু দাসদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না এবং তারা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। আবূ বক্র দাসদের প্রতি সদয় হয়ে অনেককে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।

মদিনায় হিজরত : কাফিরদের যুল্ম নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মুসলিমগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করে। কয়েকটি দলে এই হিজরত সম্পন্ন হয়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত বাকী সবাই মদীনায় চলে গেলো। আবূ বক্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশেই রয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশে তারা একই সাথে হিজরত করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মক্কাবাসীদের গচ্ছিত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য 'আলী ইবনু আবি ত্বালিবকে দায়িত্ব দিয়ে যান। হামলার আশঙ্কায় তারা মদিনামুখী উত্তরের পথ না ধরে দক্ষিণমুখী ইয়েমেনগামী পথ ধরে অগ্রসর হন এবং পাঁচ মাইল দূরে সাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। আবূ বক্রের ছেলে 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বক্র এ সময় তাদের সাথে রাতে থাকতেন এবং ভোরের পূর্বে মক্কায় ফিরে আসতেন যাতে অন্যদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। এছাড়াও আবূ বক্রের এক দাস আমির ইবনু ফুহাইরাহ পর্বত পর্যন্ত ছাগল চরাতেন যাতে 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ বক্রের চলাচলের চিহ্ন মুছে যায়। এছাড়াও তিনি তাদের ছাগলের দুধ পান করাতেন। আবূ বক্রের মেয়ে আসমা বিনতু আবি বক্র তাদের খাবার নেয়ার কাজ করতেন। হিজরতের সংবাদ জানতে পেরে তাদের ধরার জন্য মক্কা থেকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে পাঠানো হয়। অণুসন্ধানকারীরা গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে আবূ বক্র চিন্তিত হয়ে উঠেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অভয় দিয়ে বলেন, হে আবূ বক্র! তাদের দু'জন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, যাদের তৃতীয় হলেন আল্লাহ? এ বিষয়ে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا﴾

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না করো, (তবে স্মরণ করো) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ছিল দু'জনের একজন। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।"[৮১]

এই আয়াতে দু'জনের একজন দ্বারা আবূ বক্রকে বুঝানো হয়েছে। গুহায় তিনদিন ও তিনরাত অতিবাহিত করার পর তারা দু'জন মদিনার দিকে অগ্রসর হন। তারা মদিনার শহরতলী কুবায় পৌঁছে সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। এরপর তারা মদিনায় পৌঁছান।

আবূ বক্রের ফযীলত : রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর আবূ বক্রই হলেন এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেঁচে থাকতে মানুষের মর্যাদার তারতম্য বর্ণনা করতাম। এতে আবূ বক্রকে সর্বোত্তম বলা হতো। অতঃপর 'উমার, অতঃপর 'উসমান।[৮২]

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) আবূদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, আবূদ দারদা বলেন, আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে বসাছিলাম। তখন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন। তিনি তখন পরিহিত কাপড়ের একপার্শ্ব এমনভাবে ধরেছিলেন, যাতে তার হাঁটু প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তখন

[৮১] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪০।*
[৮২] *সহীহুল বুখারী।*

নবী (ﷺ) বললেন, দেখো, তোমাদের সাথী মনে হয় ঝগড়া করেছে ও রাগান্বিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাঝে এবং ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের মাঝে ঝগড়া হয়েছে। এতে আমি তাকে অশোভনীয় কিছু বলে ফেলেছি। অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করেনি। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন, হে আবূ বক্র! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর উমার লজ্জিত হয়ে আবূ বক্রের বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি আবূ বক্র আছে? ঘরের লোকেরা বলল, না। অতঃপর তিনি সরাসরি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে গেলেন। তাকে দেখে রাগে রাসূল (ﷺ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। এতে আবূ বক্র ভীত-আতঙ্কিত হয়ে হাঁটুর উপর বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই অপরাধী। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছো। আর আবূ বক্র আমাকে সত্যবাদী বলেছে। সে আমাকে তার জান-মাল দিয়ে সাহায্য করেছে। তোমরা কি আমার সাথীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না? কথাটি তিনি দু’বার বলেছেন। এরপর আর কখনো তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়নি।[৮৩]

সাওর পর্বতের গুহায় নবী (ﷺ)-এর সাথে :

﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

“সে ছিল দুইজনের একজন। যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।”[৮৪]

ইমাম সুহাইলী বলেন, রাসূল (ﷺ) আবূ বক্রকে লক্ষ্য করে বলেছেন, চিন্তা করো না। তিনি এটা বলেননি যে, ভয় করো না। কেননা তিনি নিজের নফসের ভয় না করে রাসূল (ﷺ)-এর প্রাণ নাশের আশঙ্কা করেছিলেন। সহীহুল বুখারীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رُءُوْسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ : «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا».

আমি গুহা থেকে আমাদের মাথার উপর মুশরিকদের পা-গুলো দেখতে পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ যদি তার পা এর দিকে তাকায়, তাহলেই তো আমাদেরকে তার দুই পা এর নিচে দেখে ফেলবে। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আবূ বক্র! ঐ দু’জন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যাদের তৃতীয় হলেন আল্লাহ?[৮৫]

রাসূল (ﷺ) যখন আবূ বক্রের পূর্বে গুহায় নামতে চাইলেন, তখন গুহার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু আছে কি না, তা দেখার জন্য তিনি রাসূল (ﷺ)-এর আগে গুহায় প্রবেশ করলেন। যাতে ক্ষতিকর কিছু থাকলে রাসূলের পরিবর্তে তাঁকেই আক্রমণ করে।

হিজরতের পথে যখন তারা দুই চলছিলেন, তখন আবূ বক্র কখনো তার সামনে আবার কখনো তাঁর পিছনে আবার কখনো ডানে বা বামে চলছিলেন। তাই ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র যামানায় লোকেরা তাকে আবূ বক্রের উপর প্রাধান্য দিতে লাগলো, তখন তিনি তা জানতে পেরে বললেন, আল্লাহর কসম! আবূ বক্রের এক রাত ‘উমারের সারাজীবনের রাতের চেয়ে উত্তম। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল যখন মক্কা থেকে বের হয়ে সাওর পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আবূ বক্র কিছুক্ষণ চলছিলেন রাসূলের সামনে আবার কিছুক্ষণ পিছনে। রাসূল (ﷺ) এটা বুঝতে পেরে আবূ বক্রকে বললেন, হে আবূ বক্র! তুমি এমনটা করছো কেন? তখন আবূ বক্র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানি আমার সম্প্রদায় আপনাকে পিছন থেকে খুঁজছে। তাই আমি আপনার পিছনে থাকছি। আমার যখন মনে হচ্ছে যে, আপনার সামনেও আপনাকে ধরার অপেক্ষায় আছে, তখন আপনার সামনে চলছি। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন, হে আবূ বক্র! তাহলে দেখছি অপ্রিতিকর কিছু ঘটলে আমার আগে তুমিই তার সুম্মুখীন হবে। তখন আবূ বক্র বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি চাই আপনার যেনো কোনো ক্ষতি না হয়। ক্ষতিকর কিছু হলে আমিই যেন তার সম্মুখীন হই। আল্লাহ তা‘আলা যেন আপনাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সাওর পাহাড় পর্যন্ত গিয়ে আবূ বক্র বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অপেক্ষা করুন। আমি গুহাটি আগে পরিস্কার করে নেই। অতঃপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং গুহাটি পরিস্কার করার পর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি প্রবেশ করুন। এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! সেই রাতটা ‘উমারের সারা জীবনের চেয়েও উত্তম।[৮৬] ⊠

---

[৮৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬৬১।*

[৮৪] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৪০।*

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৩৮১।*

[৮৬] *ইমাম বাইহাক্বী দালায়েলুন নাবুওয়াতে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী, দালায়েলুন নাবুওয়া- হা. ৪২৬৮।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

ক্বাসাসুল কুরআন

এক অন্ধ সাহাবীর গল্প

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

বাহ্যিক চক্ষু তাঁর ছিল না। তবে একটি তীক্ষ্ণ অন্তর্চক্ষু তিনি লাভ করেছিলেন। মক্কায় ইসলামের আলোকরশ্মি আত্মপ্রকাশের সূচনা কালটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তর্চক্ষু উন্মুক্ত করে দেন। তিনি ঈমান আনেন। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের প্রথম পর্বের বিশ্বাসীদের অন্যতম। মক্কার মুসলমানদের কুরবানী, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার অংশীদার ছিলেন তিনিও। অন্যদের মতো তিনিও শিকার হয়েছিলেন কুরাইশদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের। তাদের হাজারো যুল্ম-অত্যাচারে তিনি একটুও দমেননি, একটুও সাহসহারা হননি, অথবা বলা যায়, তাঁর ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়েনি। তাদের যুল্ম-অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পেয়েছিল, তিনিও তত বেশি করে মহান আল্লাহর-দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর তিনি হলেন বিখ্যাত সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, 'তাঁর নাম ছিল হুসাইন। তাঁর মা উম্মে মাকতুম ছিলেন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। তিনি ছিলেন নবী (ﷺ)-এর শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন; বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন।

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী এবং ইবনু কাসীর (রহিমাহুমাল্লাহ) বলেন, 'হুয়া মিম্মান আসলামা কাদিমান।' অর্থাৎ- 'তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ই ছিলেন মাদীনায় হিজরতকারী প্রথম দুইজনের একজন। উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরতেন আর কুরআনের দা'ওয়াত এবং তালিমের কাজ করতেন। এ সম্পর্কে মাদীনার আনসার সাহাবী বারা' ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উম্মে মাকতুম এবং মুসআব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কা থেকে হিজরত করে আমাদের কাছে আসেন এবং তারা এসেই আমাদের মাঝে কুরআনের তালিম শুরু করে দেন।'

এক দিনের ঘটনা– একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'উত্বাহ্ ইবনু রাবী'আহ্, 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব, আবূ জাহ্ল ইবনু হিশাম-এর সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন এবং তাদের পিছনে খুব লেগেছিলেন। তাদের ঈমান আনয়নের আকাংখা করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট একজন অন্ধ ব্যক্তি আসে, যার নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তখন তিনি তাদের সাথে চুপে চুপে কথা বলছিলেন। অন্ধ ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত পড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমাকে শিক্ষা দেন, যা আপনাকে আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি মুখ বেজার করলেন, তিনি ফিরে গেলেন, তিনি তার সাথে কথা বলা অপছন্দ করলেন, তিনি অন্যদের দিকে ফিরে গেলেন। এরূপ ক্ষেত্রে 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এভাবে কথা বলা এবং মামুলী প্রশ্ন নিয়ে তাৎক্ষনিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পাক্কা মুসলিম ছিলেন এবং সদা সর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোনো ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবীর এ বিরক্তি প্রকাশ পছন্দ করলেন না। তাই তিনি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।[৮৭]

"ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছিল। তুমি কী জানো সে হয় তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছো। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই, পক্ষান্তরে তোমার নিকট সে ছুটে আসলো, সে ভীত অবস্থায়। তুমি তার প্রতি অবজ্ঞা করলে! কখনও নয়, এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে, ওটা সম্মানিত কিতাবে (লাওহ মাহফুজে) লিপিবদ্ধ। যেটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র। এমন লেখকদের হাতে থাকে, যারা সম্মানিত ও সৎ।"[৮৮]

এই অন্ধ সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুমের শানে মোট ষোলটি আয়াতসহ জিবরীল আমীন সেদিন অবতরণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্তঃকরণে। আয়াতগুলো আজ পর্যন্ত পঠিত হয়ে আসছে এবং যতদিন এ ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির জীবনধারা অব্যাহত থাকবে ততদিন তা পঠিত হবে। সেই দিন থেকে রাসূল (ﷺ) 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুমকে বিশেষ সমাদর করতেন। তিনি এলে ডেকে কাছে বসাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর কিছু প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে লেবু ও মধুর সরবত বানিয়ে পান করাতেন, তিনি বলেন : 'আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ ছিল তাঁর জন্য নির্ধারিত'। ☒

---

[৮৭] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৩৩২৮, ৩৩৩১; মু'আত্তা মালেক- ১/২০৩; দুররে মানসূর- ৮/৩৮১ পৃ.।*

[৮৮] *সূরা 'আবাসা : ১-১৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ মাসায়িল

সফরে থাকা অবস্থায় যানবাহনে কীভাবে সালাত আদায় করব?

“রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্র ৫৯ : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : সফরে থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হলে গাড়ি থেকে নিচে নেমে সালাত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। এ বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে চার মাজহাবের সম্মানিত ইমামগণসহ সর্বস্তরের ‘আলেমদের ইজমা বা সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে। ইবনু তাইমিয়্যাহ্, নওবী, শাওকানিসহ অনেক ‘আলেম এই ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

কেননা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) সফরে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হলে বাহন থেকে নিচে নেমে ফর্য সালাত আদায় করতেন আর ফর্য ছাড়া অন্যান্য সালাত (যেমন- সুন্নাত, নফল, বিতর ইত্যাদি) আদায় করতেন বাহনে বসেই। যেমন-

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ».

“রাসূল (ﷺ) বাহনে তার গন্তব্য অভিমুখেই নফল ও বিতর সালাত আদায় করতেন। তবে তিনি তাতে ফর্য সালাত আদায় করতেন না।”[৮৯]

তিনি বাহনে বসে সালাতের ক্ষেত্রে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় রুকূ‘-সাজদায় করতেন। রুকূ‘তে মাথাটা সামনের দিকে যে পরিমাণ ঝুঁকাতেন সে তুলনায় সাজদায় আরও বেশি ঝুঁকাতেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) يُصَلِّيْ فِيْ السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ إِيْمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ، إِلَّا الفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».

“নবী (ﷺ) ফর্য সালাত ছাড়া অন্যান্য সালাত বাহনের উপর আদায় করতেন তা যে অভিমুখেই চলুক না কেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রাতের সালাতে ইশারা করতে। আর বাহনের উপর বিতর সালাতও আদায় করতেন।”[৯০]

এ বিষয়ে পর্যাপ্ত হাদীস রয়েছে –আল-হামদুলিল্লাহ।

কখন বাহনের উপর ফর্য সালাত আদায় করা বৈধ?

গাড়ি থেকে নামার সুযোগ থাকলে ফর্য সালাত গাড়িতে পড়া যাবে না। কিন্তু যদি কোনও কারণে বাহন থেকে নামা সম্ভব না হয়, গাড়ি না থামানো যায়, মাটি কর্দমাক্ত বা সালাতের অনুপযুক্ত হয় বা গাড়ি থেকে নামলে কোনো ধরণের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে অথচ সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ারও আশঙ্কা সৃষ্টি হয় তাহলে বাহনের উপরই তা আদায় করা জায়িয। ইবনুল মুলাক্কিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قال ابن الملقِّن : ولو كان في ركب وخاف لو نـزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر صلى عليها (أي على الدابة). اهـ

“যদি বাহনের থাকা অবস্থায় ফর্য সালাতের জন্য নিচে নামার ফলে আশঙ্কা থাকে যে, সফর সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে তার উপরই আদায় করবে।”[৯১] ইমাম নওবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَلَوْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَخَافَ لَوْ نَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا، بَلْ يُصَلِّيْهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ.

“যদি সালাতের সময় হয়ে যায় কিন্তু কিবলার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাটিতে নামলে সফর সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা করে অথবা নিজের জানমালের ভয় করে তাহলে সালাত ত্যাগ করা বা সালাতকে তার নির্দিষ্ট সময় থেকে বের করা জায়িয নয়; বরং সময়ের মর্যাদার প্রতি লক্ষ করে তা বাহনের উপরেই আদায় করবে। পরবর্তীতে তা পুনরায় পড়াও আবশ্যক নয়। কারণ তা একটি বিরল ওজর।”[৯২]

এ ক্ষেত্রে বাহনের উপর ক্বিবলা মুখী হয়ে-সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে অন্যথায় সিটে বসে-সালাত শুরু করতে হবে। তারপর গাড়ি যে দিকেই ঘুরুক না কেন তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ক্বিবলা মুখী হয়ে শুরু করা সম্ভব না হলে যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।”[৯৩]

---

[৮৯] *সহীহ মুসলিম।*

[৯০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[৯১] *শারহু উমদাতিল আহকাম- ৭২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা।*

[৯২] *আল মাজমূ‘- মা. শা., ৩/২৪২ ও শরহে মুসলিম।*

[৯৩] *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

উল্লেখ্য যে, বাড়িতে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করা যাবে না। কারণ সালাতের সময় হওয়া এর অন্যতম পূর্বশর্ত। অনুরূপভাবে বাড়িতে থাকা অবস্থায় সফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে না; বরং বের হয়ে নিজ এলাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর সফরের বিধান প্রযোজ্য হবে।

সফর অবস্থায় সালাত আদায় এবং গাড়ির মধ্যে তা আদায় করার পদ্ধতি :

ক. গাড়িতে বসে সালাত আদায়ের পদ্ধতি : যদি সালাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বে গাড়ি থেকে নামার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে গাড়ি থেকে নেমেই সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি গাড়ি থেকে নেমে সালাত আদায়ের সুযোগ না থাকে এবং এ অবস্থায় সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে গাড়ির মাধ্যেই সালাত আদায় করতে হবে।

এর পদ্ধতি হলো, গাড়ির সিটে বসে ক্বিবলার দিকে মুখ করে সালাত শুরু করার পর ইশারায় রুকূ‘-সাজদাহ্ করতে হবে। রুকূ‘র জন্য মাথাটা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকাতে হবে আর সাজদাহ্ জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝুকাতে হবে। কিবলার দিকে মুখ করে শুরু করার পর গাড়ি অন্য দিকে ঘুরলেও সমস্যা নেই। এতে সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না –ইন্শা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত পদ্ধতিতে কেউ ইচ্ছে করলে, গাড়িতে বসে যতখুশি নফল সালাত আদায় করতে পারে। রাসূল (ﷺ) সফরে চলতি পথে বাহনে বসে নফল সালাত আদায় করতেন কিন্তু ফর্য সালাতগুলো বাহন থেকে নেমে মাটিতে নেমে আদায় করতেন। তাই যথাসম্ভব ফর্য নামাযগুলো গাড়ি থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কোনো কারণে নামা সম্ভব না হলে গাড়িতে আদায় করা যাবে –ইন্শা-আল্লাহ।

খ. সফর অবস্থায় দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করে পড়া জায়িয আছে– দূরে সফর কালীন সময় যোহর, আসর, মাগরিব ও ‘ইশার সালাতকে যেমন যথাসময়ে আদায় করা জায়িয অনুরূপভাবে যোহর + ‘আসর এবং মাগরিব + ‘ইশাকে একত্রিত করে অগ্রিম বা পিছিয়ে আদায় করা জায়িয রয়েছে। অর্থাৎ- যোহরের সময় প্রথমে যোহরের দু'রাকআত ফর্য ক্বসর করা তারপর ‘আসরের দু'রাকআত ক্বসর সালাত অগ্রিম পড়া।

অথবা যোহরের সময় যোহরের সালাত না পড়ে –তা পিছিয়ে ‘আসরের সময় প্রথমে যোহরের দু'রাকআত ক্বসর পড়া তারপর ‘আসরের দু'রাকআত সালাত ক্বসর পড়া।

অনুরূপভাবে মাগরিবের সময় প্রথমে মাগরিবের ৩ রাকআত আদায় করা তারপর ‘ইশার দু'রাকআত সালাত অগ্রিম পড়া অথবা মাগরিবকে পিছিয়ে ‘ইশার সময় প্রথমে মাগরিবের ৩ রাকআত আদায় করা অতঃপর ‘ইশার দু'রাকআত ফর্য সালাত ক্বসর পড়া। কিন্তু ফজর সালাতকে যোহরের সাথে অথবা ‘আসরকে মাগরিবের সাথে অথবা ‘ইশাকে ফজরের সাথে একত্রিত করা বৈধ নয়।

গ. সফর অবস্থায় চার রাকআত বিশিষ্ট ফর্য সালাতগুলো ক্বসর তথা দু'রাকআত করে পড়া এবং সুন্নাত সালাতগুলো না পড়াই সুন্নাত : সফরের ক্ষেত্রে চার রাকআত বিশিষ্ট ফর্য সালাত (যেমন- যোহর, ‘আসর ও ‘ইশার সালাত) দু'রাকআত দু'রাকআত করে ক্বসর করা আর অন্যগুলোতে ক্বসর না করা অর্থাৎ- মাগরিব ও ফজর সালাতে যেভাবে আছে সেভাবেই আদায় করা সুন্নাত।

সফরে বিতির ও ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য ওয়াক্তের সুন্নাত নামায না পড়াই রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত। তবে সুযোগ থাকলে অতিরিক্ত নফল সালাত যত ইচ্ছা পড়া জায়িয রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো– যদি গাড়ি থেকে নেমে ওযূ করার মতো সুযোগ না থাকে অথবা তায়াম্মুমের জন্য মাটি পাওয়া না যায় অপরদিকে ওয়াক্ত শেষ পর্যায়ে তাহলে কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে?

যদি ওযূ বা তায়াম্মুম করা কোনোটাই সম্ভব না হয় তাহলে ওযূ/তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করতে হবে। তারপরও নামায পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।”[৯৪] তিনি আরও বলেন :

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যতটুকু তোমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে।”[৯৫]

যদি গাড়িতে কিবলার দিকে ফেরা সম্ভব না হয় তাহলে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে?

সর্বাত্তক চেষ্টা করতে হবে কিবলার দিকে মুখ করে সালাত শুরু করার। তারপর গাড়ি যদি অন্য দিকে ঘুরে তাহলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই –ইন্শা-আল্লাহ। কিন্তু চেষ্টা করার পরও যদি ফর্য সালাতে কিবলার দিকে মুখ ফেরানো সম্ভব না হয় তাহলেও যে দিকে সম্ভব সে দিকে ফিরে সালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে –ইন্শা-আল্লাহ।

এ ক্ষেত্রেও ওযূ ও তায়াম্মুম করার সম্ভব না হলে ওযূ/তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করার দলিলগুলো প্রযোজ্য। –আল্লাহু আলাম। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

৯৪ *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*
৯৫ *সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সাময়িক প্রসঙ্গ

আহলুল হাদীস ও জমঈয়তে আহলে হাদীস

–মজিবুর রহমান★

আহলুল হাদীস : যৌগিক আরবি শব্দ। আহল + হাদীস = আহলুল হাদীস।

অর্থ : হাদীসওয়ালা, যাঁদের কাছে পুঁথিতে বা হৃদয়ে হাদীস আছে তাঁরা হলেন হাদীসওয়ালা। শব্দটি আরবি তারকিব-শব্দবিন্যাস মতে আহলুল হাদীস, ফার্সি বিন্যাস মতে আহলে হাদীস। বিদেশী শব্দের শেষাক্ষরে দীর্ঘঈকার আর বসে না। আহলে হাদীস যেহেতু একটি সংগঠনের নাম, বহু পূর্বেই এ বানানে নামকরণ স্বীকৃত হয়েছে সেহেতু আহলুল হাদীস আহলে হাদীসই রয়ে গেছে।

হাদীসের আবিধানিক অর্থ : হাদাস্ حدث-এর বহুবচন আহদাস احداث হলে অর্থ হবে নতুন জিনিস। হাদাসা حدث বাব নসারা হলে অর্থ হবে সংঘঠিত হওয়া। হাদাসা ক্রিয়াপদের পরে সেলা বা অব্যয় পদ কারণ বুঝানোর জন্য ل লাম যুক্ত হলে অর্থ হবে এসে পড়া। হাদ্দাসা-তাহদিস তাফঈল বাব থেকে হলে অর্থ হবে কথা, বলা, বর্ণনা করা। ক্রিয়া মূল হাদস্ রূপান্তরিত হয়ে হাদীস হয়েছে। কর্মকারকের রূপ ধারণ করেছে। যার অর্থ “কথা”-কথিত হয়েছে এমন বাচ্য। কিতাবুল্লাকেও হাদীস বলা হয়। সূরা আত্-তূর-এর ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾

সূরা আয্-যুমার-এর ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খুৎবাহ্ দিতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ.

মহান আল্লাহর বাণী– কিতাব হচ্ছে উত্তম হাদীস।[৯৬]

রাসূল (ﷺ)-এর যুগ হচ্ছে হাদীসের অভিমুখী যুগ। তাঁর কথা, কাজ, স্বীকৃতি ও জীবনকর্মের সামগ্রীক রূপ হচ্ছে হাদীস।

রাসূল (ﷺ)-এর বণীস্মরণী হচ্ছে হাদীসের সূতিকাগৃহ। সেই গৃহের জাগ্রত কালজয়ী প্রহরী তাঁর অনুচরবর্গ হৃদয়ে হৃদয়ে, হৃদয়ের অলীন্দে সাজিয়ে, গুছিয়ে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন তাদের মহান নেতা, বিশ্বগুরু, বিশ্বনেতার কথা, বিশ্বনেতার বাণীচিরন্তনী। তাঁরাই ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই স্বর্ণকথন দিগদিগন্তে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে।

যাঁরা বুকে ধারণ করলেন এই হাদীস তাঁরা কি আহলুল হাদীস না?

যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্র দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিলেন এই হাদীস তাঁরা কি আহলুল হাদীস না?

সাহাবী, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ী এঁরা সবাই ছিলেন আহলুল হাদীস। আরো বৃহৎ পরিসরে বলা যায়– যাঁরা হাদীস অধ্যায়ন করেন, জীবনে হাদীসের বাস্তবয়ন ঘটান তাঁরা সবাই আহলুল হাদীস।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেকে আহলুল হাদীস বলেছেন।[৯৭] ইমাম সাবী ৫০০ সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ৪৮ জন সাহাবির নিকট হাদীস অধ্যায়ন করেছেন তিনি সকলকেই আহলুল হাদীস বলেছেন।[৯৮]

কোনো কোনো মুসলিম মনীষী মনে করেন হাদীস সন্দেহাতীত নয় তাই যুক্তিগ্রাহ্য না হলে হাদীসের হুকুম পালোনীয় নয়, ফযীলাতের হাদীস পালোনীয়। এঁরা হলেন আহলুররায়।

আহলুল হাদীসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়– **১.** অনানুষ্ঠানিক আহলুল হাদীস, **২.** আনুষ্ঠানিক আহলুল হাদীস, ৩. আধুনিক আহলুল হাদীস। যে যুগের আহলুল হাদীসগণ সংগঠন গড়ার প্রয়োজন আছে বলে ভাবেননি। কারণ মতভেদী বহু মাজহাব বা মত ছিল কিন্তু দলীয় মাজহাব ছিল না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে তাই তাঁরা নিজের মত প্রকাশ করতেন আর মতকে মাজহাব বলা হত। এখনকার দিনে মত দলীয় মাজহাবে পরিণত হয়েছে।

আহলুল হাদীসের সাংগঠনিক উৎপত্তি কখন থেকে হয়েছে এটা জানতে হলে দলীয় মাজহাবের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা জানা দরকার।

★ মুহতামিম, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্রাসা, তানোর, রাজশাহী।
[৯৬] মুসনাদ আহমাদ- ১৪৯৮৪।

[৯৭] ইসাবা- ১০৪ পৃ.,; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১ম খণ্ড, ২৯ পৃ.।
[৯৮] তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ- (২৪) ১২ পৃ.।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগ পর্যন্ত মুসলিমবিশ্ব ছিল সুসংঘত নির্বিবাদ।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগে বিবাদ ও দ্রোহের দরজা খুলে গেল। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র যুগ পর্যন্ত বাদেবিবাদে খিলাফাত চলছিল। তার পরে শুরু হলো রাজতন্ত্র। 'উমাইয়াহ্ যুগ থেকেই খলিফারা নির্বাচিত হতেন না। পূর্বসূরীগণ উত্তরসূরী পদায়ণ করে যেতেন। অসংগঠিত আলেম ওলামা, ফোকাহা মুহাদ্দিসীনগণ ক্ষমতাধর শাসকদের নির্বাচনাধীন করতে পারতেন না; শৃংখলার স্বার্থে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় আনুগত্য করে যেতেন। এতদসত্ত্বেও মাঝে মধ্যে আলেমে দীনকে নির্যাতন করা হত।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ বিন হাম্বালকে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল।

পরবর্তী যুগের খলিফাগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে রাজদরবারে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে অংশগ্রহণের জন্য আলেম ও ওলামাদের আহ্বান জানাতেন। উঁচু মানের পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা হত। এই বিতর্ক "মুনাজারা" নামে পরিচিত ছিল। যেমন ধরুন– সালাতে মুকতাদীগণের ঈমামের পিছনে সূরা আল-ফাতিহাহ্ পড়া, না পড়া বিষয়ে মুনাজারা। এই মুনাজারা প্রথমে সৌহার্দোপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হত। মুনাজারা বা বিতর্কের ফলাফল দুই পক্ষই মনে নিতেন।

পরবর্তিতে এই মুনাজারাই দ্বান্দ্বিক রূপ পরিগ্রহ করে। চার ইমামের অনুসারীগণ আপন আপন ঈমামের মত তথা মাজহাবকে বলবৎ করতে গিয়ে কলহে জড়িয়ে পড়েন। মুসলিম উম্মার শরিয়তী ঐক্যের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। যে কারণে মাজহাবের উৎপত্তি হয়েছিল–

১) নির্বাচন বিত্তিক রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা না থাকার ফলে খলিফার পুত্র খলিফা হতে পারতেন, এর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আলেমে দীনগণ নির্যাতিত হতে থাকলে সংগ্রামের পরিবর্তে রাজনীতি ছেড়ে অন্যান্য দীনী মাশআলা মাশায়েল বিষয়ে আপন আপন ইমামের মত প্রতিষ্ঠায় জড়িয়ে পড়েন। এই মতই কালক্রমে মাজহাবের রূপ ধারণ করে।

২) ৭৫০ থেকে ১২৫৯ সাল পর্যন্ত 'আব্বাসীয় আমলেই, ৭১১ সালে তারেক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়, ৯০৯ থেকে ১১৭১ পর্যন্ত মিসরে ফাতেমিদ শাসন পৃথিবীর প্রায় একতৃতীয়াংশ দখল করে ফেলে।

ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সুসীতল ছায়া তলে দলে দলে অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, মুষ্টিমেয় আলেম, ওলামা, মুবাল্লিগগণের পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ফকিহ করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কাজেই তাদেরকে নিকটস্থ আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করেই সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি 'আমল করতে হত। স্থানীয় আলেমই হতেন তাদের মাসলামাসায়েলের উত্তর দাতা। এভাবেই এসে পড়ে তাকলিদ ও তাকলিদে শাখশী, উৎপত্তি হলো মাজহাব।

পরবর্তীতে বিভিন্ন মাজহাবের অনুসারীগণ নিজ মাজহাবে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি এমন কি দাংগায় লীপ্ত হয়ে পড়েন। এই মাজহাবীগণ মহা বিপদ থেকে মুক্তির আশায় চার মাজহাবকে স্বীকৃতি দিয়ে নাম দেয়া হয় أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمْعَةْ। যার না আছে কোনো দলিল, না আছে কোনো প্রমাণ।

তখনো অনেক বিজ্ঞ আলেম ছিলেন যাঁরা মুসলিম উম্মার এরূপ শরিয়ত বিরোধী বিভাজন মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা মুসলিম উম্মাকে পুনরায় একই সূত্রে গ্রথিত করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে আরম্ভ করেন। একটি جمعة দল গঠন করেন। কখনো এককভাবে কখনো দলীয়ভাবে মাজহাব থেকে বেরিয়ে ঐক্যের পথে মুলিম থাকার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। এই জামা'আতের নামকরণ করা হয় جمعية اهل الحديث। জমঈয়তে আহলে হাদীসের এটি হচ্ছে আধুনিক যুগ। শাহ্ ওয়ালিউল্লা মুহাদ্দিস দেহলভী (রহিমাহুল্লাহ)'র সময় থেকে এই উপমহাদেশে আধুনিক আহলে হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

ইতোপূর্বেও যখন অটোমান সাম্রাজ্য "রেশমী রুমাল" ষড়যন্ত্রের ফলে ভেঙে যায়। বৃটিশের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আরব, মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি প্রভিন্সের শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে এর্দোয়ানের পূর্ব পর্যন্ত প্যালেস্টাইনের মহা বিপদেও তুরস্ক মুখ খুলেনি। বিশ্বমুসলিম ঐক্যের প্রতিক আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব নাযদী যুগপথ দীনের মাজহাববিভক্তি ও রাজনীতির খেলাফাতবিভক্তি রোধ করতে সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদ চালিয়েও ব্যার্থ হন।

আব্দুল ওয়াহ্হাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Muhammad ibn Abd al Wahhabibn ibn Suiyman al-Tamimi born in 1703 Died 1792. Was an Arab Mulim scholar, theologian, preacher, activist, religious leader, Jurist and reformer who was form Najd in Arabian peninsula and ia considered as the eponymous founder of the Wahhabi movement.

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

এ যুগ হলো অনানুষ্ঠানিক আহলুল হাদীস যুগ। মুলিমগণের অধিকাংশ আলেমে দীন মাজহাব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। "ডিভাইড এন্ড রুল" পদ্ধতিতে শাসকবৃন্দ পোয়া বার লুটতে শুরু করেন। এখান থেকেই মাজহাব পরিণত হয়ে ওঠে। বিভক্ত হয়ে পড়ে মসজিদসমূহ। বিভক্ত হয় মাদ্‌রাসাগুলোও। চার ইমামের চারটি পৃথক সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় বাইতুল্লাহ মসজিদে। এ মাজহাব ইমামগণ সৃষ্টি করেননি, করেছেন ইমামগণের অন্ধ অনুসারীবৃন্দ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতে শুরু হয় আহলুল হাদীস-সাংগঠনিক পরিক্রমা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই আছড়ে পড়ে আহলুল হাদীস-এর সংগঠন উর্মিমালা।

ভারত উপমহাদেশের "আরা" আহলে হাদীসগণের পদচারণায় মুখরিত। এখানেই সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালে অলইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলার বিশিষ্ট আহলে হাদীসগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাংলা"। আসামকেও পরে এর সাথে যুক্ত করে নেয়া হয়েছিল।

কালক্রমে আহলে হাদীস-এর গতি ধারা ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। এই ঝিমিয়ে পড়াদের জাগরণের জোয়ার এনে দেন আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রংপুর জেলার হরাগাছ বন্দরে ১৯৪৬ সালে ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক আহলে হাদীস কনফারেন্স। কনফারেন্সে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীসের সভাপতি নির্বাচিত হন জগদবরেণ্য আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

দেশ ভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতা। ১ নম্বর মারকুইস লেনের মিসরীগঞ্জ জামে মসজিদে চলতে থাকে আহলে হাদীস সদরদফ্‌তরের কাজ। ১৯৪৭ সালে উপ-মহাদেশে ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে। সর্বভারতীয় আহলে হাদীস আঞ্চলিক আহলে হাদীসে পর্যবসিত হয়। উপমহাদেশের জমঈয়তে আহলে হাদীস আঞ্চলিক আহলে হাদীস হিসাবে ৬টি অঞ্চলে বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। যথা- **১.** অলইন্ডিয়া জমঈয়ত, **২.** পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়ত, **৩.** নেপাল জমঈয়ত, **৪.** আসাম জমঈয়ত **৫.** পশ্চিমপাকিস্তান জমঈয়ত এবং **৬.** পূর্বপাকিস্তান জমঈয়ত।

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী'র নেতৃত্বে পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তের সদর দফ্‌তর পাবনায় স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালের ২ জুলায়। পাবনার জেনারেল কমিটির সভায় সভাপতি... কাফী আল কোরায়শী রচিত জমঈয়তের গঠনতন্ত্র উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হয়।

জমঈয়তের ইতিহাসে ১৯৪৯ সাল একটি যুগান্তকারী বছর! এ বছরেই স্থাপন করা হয় "আল-হাদীস" প্রিন্টিং প্রেস ও পাব্লিসিং হাউস। বের করা হয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের একমাত্র মুখপত্র মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের ১ম সংখ্যা। রাজধানীর সুবিধা নেয়ার জন্য ১৯৫৩ সালে সদর দফ্‌তর চলে আসে পাবনা থেকে ঢাকায়। ৪ জুন, ১৯৬০ সালে আহলে হাদীস জগতে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। আল্লামা কাফী আল কোরায়শী ইহধাম ত্যাগ করে আ'লামে বারজাখে হন অন্তরীন! আল্লামা কাফী আল কুরায়শী'র ইন্তেকালে জমঈয়তে আহলে হাদীসের এক সোনালী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মরহুমের বড়ো ভাই আল্লামা আব্দুল্লাহিল বাকী'র সুযোগ্য সন্তান ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী শক্ত হাতে জমঈয়তের হাল ধরেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। নতুন নামকরণ হলো "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।"

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ড. আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র শেষজীবন সুখকর ছিল না। সংগঠনটিতে উচ্চাভিলাসী কর্মীর অনুপ্রবেশ ঘটে। জমঈয়ত সংগঠন ভেঙে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

খোলাফায়ে রাশেদিন থেকেই ইসলামে দলাদলী ছিল, আছে, থাকবে, তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন! হয় তো কোনো পক্ষেরই দোষ নেই। হয় তো শুধুই ভুল বুঝাবুঝি। হয়তো বড়রা ছোটদের স্নেহ করতে পারেনি। হয় তো ছোটরা বড়োদের সম্মান করতে শেখেনি। হয় তো, হয় তো, আবারো হয় তো!

অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে এই বিভাজনের পেছন দরজায়। যা কেহই জানে না জানে কেবল মহান রব্বুল 'আলামীন।

আসুন, তাওহীদের কথা বলি,
আসুন, ঐক্যের পথে চলি।
বিপন্ন বিশ্বমানবকে মুক্তির পথে ডাকি,
এই ধরণীতে আমরা মুসলিম যত দিন বেঁচে থাকি।

যে সংগঠন প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ ছিল মুসলিম উম্মার ঐক্য বিধান করে অসভ্য বিশ্ববাসীকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা সে সংগঠনই দিন দিন বিভক্তির অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র

–মো. মনিরুজ্জামান*

[প্রথম পর্ব]

ভূমিকা : মানব জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো রাগ, ক্রোধ ও আবেগ। তবে ইসলাম মানুষকে নিয়ন্ত্রণহীন রাগ বা প্রতিশোধপরায়ণতার দিকে উৎসাহিত করেনি; বরং ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, সহমর্মিতা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বারবার রাগ দমনকারী, ক্ষমাশীল এবং মানুষকে ক্ষমা করার গুণাবলীকে প্রশংসা করেছেন। নবী করীম (ﷺ) তাঁর জীবনাচরণ দ্বারা এ শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাফসীর কারীগণ (যেমন- ইবনু কাসীর [রাহিমাহুল্লাহ] ও আবূ বকর জাকারিয়া (হাফিযাহুল্লা-হ) কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– → মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও কষ্টদায়ক আচরণের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া সহজ, কিন্তু ক্ষমা করা ও সহিষ্ণু হওয়া কঠিন। অথচ এটাই আল্লাহর প্রিয় গুণ। → অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করা, তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের ভুল হলে ক্ষমা করে দেওয়া ইসলামী সমাজব্যবস্থার সৌন্দর্য। → রাগ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী, কারণ সে নিজেকে দমন করতে পারে। → রাগ নিয়ন্ত্রণই প্রকৃত শক্তি ও আত্মসংযমের পরিচায়ক। → রাগ দমন করা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। → রাগ থেকে বিরত থাকা মানে সম্পর্ক রক্ষা ও সমাজে শান্তি বজায় রাখা। → যারা রাগ দমন করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জান্নাতের বিশেষ মর্যাদা থাকবে।

নিচে বিষয়ভিত্তিক শিরোনামসহ কুরআনের আয়াত, তাফসির এবং সহীহ হাদীস উপস্থাপন করা হলো।

১. কোমল ব্যবহার ও ক্ষমাশীলতা : আল্লাহ বলেন, "সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।"[৯৯]

তাফসীর : → রাসূল (ﷺ) যদি রূঢ় ও কঠোর হতেন, মানুষ তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যেত। → সমাজ ও দা'ওয়াতের সফলতার জন্য নম্রতা, ক্ষমাশীলতা এবং পরামর্শ অপরিহার্য। → মানুষের ভুল হলে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা উত্তম।

হাদীস : নবী (ﷺ) বলেছেন– "শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"[১০০]

২. রাগ দমন ও মানুষের প্রতি ক্ষমা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সুখে-দুঃখে ব্যয় করে, যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে– আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১০১]

তাফসীর : → ঈমানদাররা কেবল নিজেদের জন্য নয়; বরং সমাজের কল্যাণে ব্যয় করে। → তারা রাগ দমন করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হয়। → আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেছেন– "যে ব্যক্তি রাগ দমন করবে, অথচ প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সৃষ্টির সামনে ডেকে পছন্দসই হূর থেকে বিয়ে করাবেন।"[১০২]

৩. মন্দের পরিবর্তে উত্তম আচরণ : আল্লাহ বলেন, "সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান হতে পারে না। তুমি (অসৎকর্মের) উত্তম প্রতিক্রিয়া দাও, তখন যার সাথে তোমার বৈরিতা আছে সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।"[১০৩]

তাফসীর : → শত্রুতার জবাবে শত্রুতা নয়; বরং উত্তম আচরণ করলে হৃদয় নরম হয়। → ইসলামের দা'ওয়াতের মূলনীতি হলো উত্তম চরিত্র দ্বারা মানুষের মন জয় করা।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেছেন– "তুমি যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে সম্পর্ক রাখো; যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দাও; আর যে তোমার প্রতি যুল্ম করেছে তাকে ক্ষমা করো।"[১০৪]

৪. অপরাধ ক্ষমা করলে পুরস্কার : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১০৫]

---

* *সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, যশোর জেলা শাখা।*

[৯৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৫৯।*

[১০০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪।*

[১০১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*

[১০২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৭৭৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০২১; সহীহ হিসেবে শায়খ আলবানী স্বীকৃত দিয়েছেন।*

[১০৩] *সূরা ফুস্সিলাত : ৩৪।*

[১০৪] *আহমাদ- হা. ১৫০২৪; সহীহুল জামে'- হা. ৬২৬৪।*

[১০৫] *সূরা আশ্ শূরা- : ৩৭।*

সূচীপত্র

তাফসীর : → রাগ দমন করা আল্লাহর প্রিয় 'ইবাদত। → ক্ষমা করলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়। → এ গুণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

হাদীস : নবী (ﷺ) বলেছেন– "দান করার মাধ্যমে সম্পদ কমে না। আর যে ক্ষমা করে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[১০৬]

৫. প্রতিশোধ ন্যায্য হলেও ক্ষমা উত্তম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অপরাধের বদলা সমপরিমাণ; তবে যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে– তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে।"[১০৭]

তাফসীর : → অন্যায়কারীর প্রতিশোধ নেওয়া বৈধ হলেও ক্ষমা করা অধিক উত্তম। → আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ক্ষমাশীলের প্রতিদান তিনি নিজেই দেবেন।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেন– "তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা উন্নত করবেন: **১.** যে ক্ষমা করে, অথচ প্রতিশোধ নিতে পারে। **২.** যে দান করে, অথচ অভাবগ্রস্ত। **৩.** যে বিনয়ী হয়, অথচ মর্যাদাবান।"[১০৮]

৬. শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা তোমাকে উত্তেজিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১০৯]

তাফসীর : → রাগ আসলে শয়তানের কুমন্ত্রণা সক্রিয় হয়। → মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলে রাগ প্রশমিত হয়। → রাগের সময় ওযূ করা, অবস্থান পরিবর্তন করা –এসব সুন্নাহ পদ্ধতি।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেছেন– "রাগ শয়তানের কাছ থেকে আসে। নিশ্চয় শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি। সুতরাং কেউ রাগান্বিত হলে সে যেন অযু করে নেয়।"[১১০]

৭. ধৈর্য ও তাক্বওয়া– মহান আল্লাহর সাহায্যের চাবিকাঠি : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"[১১১]

তাফসীর : → ধৈর্য মানে কেবল কষ্ট সহ্য করা নয়; বিপদ ও পরীক্ষায় স্থির থাকা, রাগ দমন করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা। → তাক্বওয়া হলো মহান আল্লাহর ভয় ও সতর্কতা, যা 'ইবাদতে ও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। → ধৈর্য ও তাক্বওয়া একসাথে থাকলে মহান আল্লাহর সাহায্য ও সৎকর্মের প্রতিদান নিশ্চিত।

হাদীসসমূহ– ১. "মু'মিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক! তার সব অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। সে সুখ পেলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর দুঃখ পেলে ধৈর্য ধারণ করে।"[১১২]

২. "যে ধৈর্য অবলম্বন করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ধৈর্য দান করেন। মানুষের জন্য ধৈর্যের চেয়ে উত্তম কোনো দান নেই।"[১১৩]

৩. "যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাঁকে বিপদাপদে পরীক্ষা করেন।"সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৭১; সহীহ মুসলিম- হা. ২২৩২।

৮. ক্ষমাশীলতা– মু'মিনের শ্রেষ্ঠ গুণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ক্ষমা প্রদর্শন করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"[১১৪]

সাবর ও ক্ষমার নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"তুমি ক্ষমা করো, সুন্দরভাবে উপেক্ষা করো।"[১১৫]

তাফসীর : → ক্ষমাশীলতা, সদ্ব্যবহার ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সমঝোতা আসে। → মূর্খ বা অজ্ঞদের সাথে বিতর্ক না করে ধৈর্যশীল থাকা আল্লাহপ্রদত্ত গুণ। → রাগের মুহূর্তে ক্ষমাশীল থাকা ব্যক্তি প্রকৃত শক্তিশালী।

হাদীসসমূহ–

১. "ক্ষমাশীল হও, তাহলে তোমার মর্যাদা মহান আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পাবে।"[১১৬]

২. শত্রুকে ক্ষমা করার শিক্ষা : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "দান করার মাধ্যমে সম্পদ কমে না। যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর যে মহান আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্নত করেন।"[১১৭]

৩. নবী (ﷺ)-এর দু'আ : "হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করাকে ভালোবাসো, তাই আমাকে ক্ষমা করো।"[১১৮]

৪. ক্ষমা মর্যাদা বাড়ায় : "তিনিই মহান, যিনি কারো প্রতি অন্যায় করলে ক্ষমা করে দেন। যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[১১৯]

---

[১০৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮।*
[১০৭] *সূরা আশ্-শূরা- : ৪০।*
[১০৮] *শু'আবুল ঈমান- হা. ১০০৮১; সহীহুল জামে' - হা. ৩০৩।*
[১০৯] *সূরা আল-আ'রাফ : ২০০।*
[১১০] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৭৮৪, আলবানী সহীহ বলেছেন।*
[১১১] *সূরা হূদ : ১১৫।*
[১১২] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৯৯।*
[১১৩] *সহীহুল বুখারি- হা. ৬১১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬০৯।*
[১১৪] *সূরা আল আ'রাফ : ১৯৯।*
[১১৫] *সূরা আল-মুযযাম্মিল : ১০।*
[১১৬] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৯০৭।*
[১১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮।*
[১১৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫১৩, 'আয়িশাহ্ (<)'র বর্ণনা।*
[১১৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮।*

৯. আত্মসংযম– মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[১২০]

তাফসীর : → বিপদাপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা মু'মিনদের কল্যাণের চাবিকাঠি। → রাগ ও বিরোধের সময় আত্মসংযম প্রমাণের মাধ্যম হলো প্রকৃত ঈমান। → ধৈর্যশীল ও তাক্বওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তি সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

হাদীসসমূহ–

১. "যখন তোমার মধ্যে কেউ রাগে যায়, সে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। যদি রাগ চলে যায়, ভালো; না হলে শুয়ে পড়ুক।"[১২১]

২. "যে রাগ সংবরণ করে, অথচ তা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানিত করবেন।"[১২২]

১০. অন্যায়ের প্রতিশোধ নয়; বরং ধৈর্য ও ক্ষমা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে যতটুকু তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় হয়েছে ততটুকুই শাস্তি দাও। আর ধৈর্য ধরলে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।"[১২৩]

তাফসীর : → প্রতিশোধ সীমিত, কিন্তু ক্ষমা ও ধৈর্য সর্বোত্তম পথ। → রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহপ্রদত্ত গুণ। → ক্ষমাশীল ব্যক্তি সমাজে সম্মান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

হাদীসসমূহ–

১. "দয়া প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। পৃথিবীর প্রতি দয়া করো, আসমানের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[১২৪]

২. "যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"[১২৫]

১১. জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়– রাগ দমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যারা বড় গোনাহ থেকে বিরত থাকে এবং অশ্লীল কাজ করে না, আর যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন তারা ক্ষমা করে।"[১২৬]

তাফসীর : → রাগ দমন করা মুত্তাকীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। → আল্লাহ যাকে রাগ দমন করতে শিখায়, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা দেন। → ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য মু'মিনকে আখিরাতের স্বীকৃতি ও শান্তি দেয়।

হাদীসসমূহ–

১. "রাগ জাহান্নামের আগুন থেকে। তাই কারো রাগ উঠে গেলে সে যেন ওযূ করে।"[১২৭]

২. "সাদাক্বাহ্ আগুন নেভায়, আর রাগ দমন করা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে।"[১২৮]

১২. আত্মসংযম– মহান আল্লাহর ভালোবাসার কারণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।"[১২৯]

তাফসীর : → রাগ দমন ও ক্ষমাশীলতা মহান আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন। → মু'মিনরা এই গুণ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। → এটি ঈমান ও চরিত্রের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি করে।

হাদীসসমূহ–

১. "যে রাগ সংবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করবেন।"[১৩০]

২. "মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো সে, যে রাগ সংযম করে এবং ক্ষমা করে।"[১৩১]

১৩. প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা উত্তম : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অপরাধের বদলা সমপরিমাণ; তবে যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে– তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে।"[১৩২]

তাফসীর : → প্রতিশোধের অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা উত্তম পথ। → ক্ষমাশীলতা উচ্চ নৈতিক মানদণ্ডের পরিচায়ক। → রাগ ও প্রতিশোধের প্রলোভন সামলিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

হাদীসসমূহ–

১. "ক্ষমাশীল হও, আল্লাহ তা'আলা তোমার দোষ ক্ষমা করবেন।"[১৩৩]

২. "যে রাগ সংযম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেন।"[১৩৪]

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

---

[১২০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৫।*
[১২১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৩৫৯, আলবানী সহীহ।*
[১২২] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২৯; সহীহ।*
[১২৩] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৬।*
[১২৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৮৩৫; সহীহ।*
[১২৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৭৩।*
[১২৬] *সূরা আশ্-শূরা- : ৩৭।*
[১২৭] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৩৩৮; আলবানী সহীহ।*
[১২৮] *বায়হাক্বী- হা. ১১১৫১, সহীহ।*
[১২৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৩৪।*
[১৩০] *তাবরানী- আলবানী সহীহ।*
[১৩১] *বায়হাক্বী- হা. ১১১৫২, সহীহ।*
[১৩২] *সূরা আশ্-শূরা- : ৪০।*
[১৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৬০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৯৯।*
[১৩৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩২৯, সহীহ।*

সূচীপত্র

নিভৃত ভাবনা

আলেমদের জীবিকার্জন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

[পূর্ব প্রকাশের পর]

‘ইবাদত কবুলিয়াতের দু'টি শর্ত প্রনিধানযোগ্য। তন্মধ্যে একটি হলো রিয্ক হালাল হওয়া আর দ্বিতীয়টি হলো নাজাসাত-তাহারাত অর্থাৎ- পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নবী-রাসূল এবং সলফে-সালেহীনগণ হালাল রিয্কের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। দ্বীন প্রচার কিংবা ইল্ম চর্চার পাশাপাশি হালাল রিয্কের প্রয়োজনে কোনো না কোনো পেশা বেছে নিয়েছিলেন। যেমন প্রথম নবী ও মানুষ আদম (আলায়হিস সালাম)-এর পেশা ছিল কৃষি। তিনি জমি চাষ করতেন। জমি চাষাবাদ করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ‘ঈশা (আলায়হিস সালাম) ও নূহ্ (আলায়হিস সালাম) পেশায় কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। নৌকা প্রস্তুতকারী হিসেবে নূহ্ (আলায়হিস সালাম)-এর সুখ্যাতি ছিল। তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে নৌকাও বানিয়ে ছিলেন। ইদ্রিস (আলায়হিস সালাম) নিজে পোশাক নির্মাতা বা দর্জি ছিলেন। দর্জি পেশা অবলম্বন করে সেলাই কাজ করতেন এবং মানুষকে পোশাক পরিধানের শিক্ষা দিতেন। প্রবাদ আছে– মহান আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ, আর মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির উপায় হলো পোশাক। ইদ্রিস (আলায়হিস সালাম) মহান আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে অপরূপা করার জন্য পোশাক তৈরির পেশাকে বেছে নেন।

ইলিয়াস (আলায়হিস সালাম) বুনন কাজে পারদর্শি ছিলেন। তাঁত পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মূসা (আলায়হিস সালাম) মেষপালক ছিলেন। মাদাইয়ানের নবী শু'আইব (আলায়হিস সালাম)-এর অধীনে তিনি জীবনের বহু সময় মেষ পালনের কাজ করেছেন। এভাবে হালাল ও উপার্জিত রিয্ক অর্জনে নবীগণ সকলেই তৎপর ছিলেন। অনুরূপভাবে ত্রুটিমুক্ত রিয্কের ব্যাপারে পরবর্তী সলফে-সালেহীন ও আকাবেরে দ্বীনগণ কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন।

ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, উলামায়ে কিরাম নিজেরা বিভিন্ন বৈধ পেশায় জড়িয়েছেন। আবার তাদের পেশাজীবি ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার দিকেও তারা খেয়াল রাখতেন। ওয়ালীদ ইবনু ‘উত্বাহ্ (রহিয়াল্লাহু আনহু)'র ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি দামেশকের জামে মসজিদে হাদীস পড়াতেন। একজন ছাত্র প্রায়শঃ দরসে বিলম্বে পৌঁছাতো। তিনি একদিন প্রশ্ন করলে ছাত্র জানালো সে ব্যবসা করে। সকালে উঠে দোকানের মাল খরিদ করে দরসে আসে, ফলে দেরী হয়ে যায়। এ কথা শুনে ওয়ালীদ ইবনু ‘উত্বাহ্ (রহিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আজ থেকে তোমাকে এখানে আসতে হবে না। মসজিদের দরস শেষে আমি তোমার দোকানে গিয়ে তোমাকে হাদীস পড়াবো। নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র, মহান আল্লাহকে রাজী-খুশি করার জন্য ইল্ম বিতরণের কী ত্যাগ, যা কল্পনা করা যায় না!

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! আপনারা হয়তো জানেন ‘ঈসা ইবনু আবূ ‘ঈসা একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ইমাম শাবী ও ইমাম নাফে থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকী ইবনু মাইসারাহ। জীবিকার তাগিদে তিনি নানা পেশা অবলম্বন করেছেন। কাপড় সেলাই করতেন তাই ‘খইয়াত’ নামে পরিচিতি লাভ করেন। এছাড়া গম কেনাবেচার কাজও তিনি করতেন এইজন্য অনেকে তাঁকে ‘হান্নাত’ (গম বিক্রেতা) বলে অভিহিত করতেন। এছাড়া তিনি গাছের পাতা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইতিহাসসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, সবাই সহজ পেশা গ্রহণ করেননি। কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে কঠিন পরিশ্রমের দিকে ঝুঁকেছেন। এমনই একজন আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মেহরান। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস। ইসহাক বিন ইউসুফ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। বিন মেহরান জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতেন। সেই লক্ড়ি বাজারে বিক্রি

★ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইনস্টিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জীবন সংগ্রামে অমিতবীর ওলী-আউলিয়াদের এমনিতরো উদাহরণের শেষ নেই।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! বর্তমানে মাদ্রাসায় পড়ানো কিংবা মসজিদে ইমামতি করার পাশাপাশি রোজগারের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়ানো অনেকেই খারাপ মনে করে থাকেন। ভাবেন, আলেম মানেই তো শুধু মাদ্রাসা, মসজিদ কিংবা খানকাহ্ নিয়েই পড়ে থাকা এক গোষ্ঠীর নাম। আজকাল সাধারণের পাশাপাশি এমনটা আলেমরাও ধারণা করে বসেছেন। অথচ নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করা একটা সন্দেহাতীতভাবে উত্তম কাজ। এটা তাক্বওয়া, পরহেজগারীর বিপরীত কোনো বিষয় নয়। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন পেশায় জড়িত ছিলেন। লক্ষাধিক সাহাবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে সেসব বিষয়ে জানা যায়। তাঁরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, কারিগরী, শ্রম ও অন্যান্য হালাল পেশা অবলম্বন করতেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনের তিনজনই ছিলেন ব্যবসায়ী। আবূ বক্‌র ও ‘উসমান ইবনু আফফান উভয়ে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র খেজুরের ব্যবসা ছিল। ‘আলী ছিলেন শ্রমজীবি। তিনি পানি উত্তোলনের কাজসহ কৃষিকাজ করতেন। বলা বাহুল্য, প্রয়োজন মোতাবেক খরচ অর্জিত হলেই তাঁরা আর কাজ করতেন না। ইসলামের প্রচার-প্রসারকল্পে নিবেদিত থাকতেন। সা’দ ইবনু আবী আক্কাস ও সালমান ফারসি (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কর্মকার ছিলেন। সা’দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস তীর বানাতেন। কৃষি কাজের সাথে আরো জড়িত ছিলেন জায়েদ ইবনু সাবেত, আবূ হুরাইরাহ্ ও মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ। জায়েদ ইবনু সাবেত কৃষি কাজের পাশাপাশি লেখকের কাজ করতেন। তিনি ওয়াহী লিখতেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ সৈনিক ছিলেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে সেনাপতির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। উল্লিখিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জীবিকার্জনের প্রয়োজনে গুণী ব্যক্তিদের যে কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেন।

সেকালে খেজুর পাতা, বাঁশ, গাছের ছাল ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে টুক্‌রি বানানো হতো। উলামায়ে কিরামের অনেক টুক্‌রি তৈরিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। মুসলিম বিন মাইমুন খাওয়াস ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার একজন মুহাদ্দিস। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি ‘ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তার জীবিকা ছিল টুকরি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা। আবূ সারামাহ্ ‘ঈসা ইবনু মাইমুন ছিলেন একজন বিখ্যাত মুফাস্‌সির। তিনিও টুকরি বিক্রি করতেন। শীতকালে শীত নিবারনের জন্য আবার অনেকে অভ্যাসবশত মোজা ব্যবহার করে থাকেন। ওলামাদের অনেকে মোজা বিক্রি করতেন। আতা বিন মুসলিম খফফাফ কুফি হালবে বসবাস করতেন। তিনি মোজা বিক্রি করতেন। সেকালে বসরা থেকে মোসুলে বড় বড় নৌকা চলাচল করতো। পুরানো হয়ে গেলে ওই নৌকাগুলো ভেঙ্গে এর তক্তা ও অন্যান্য জিনিষ বিক্রি করা হত। আবার অনেকে নৌকা মেরামত করে বিক্রি করতো। এইভাবে নতুন একা পেশাজীবি শ্রেণি গড়ে উঠে। অদ্যাবধি সারা দুনিয়ায় এই পেশার প্রচলন দেখা যায়। উলামা কেরামের অনেকে এই পেশাতেও যোগ দেন।

আবূ রবি সোলাইমান বিন মুহাম্মদ বসরি একজন হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। বসরার অধিবাসী এই মুহাদ্দিস আতা ইবনু আবী রবা ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে আল্লামা সামআনি লিখেছেন, তিনি বসরায় নৌকা বিক্রি করতেন। আবুল ফজল জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বাগদাদিও এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। কোনো পন্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে অনেক সময় নিলাম হতো। নিলাম কাজে জড়িতদের মুনাদি বলা হতো। আবূ বক্‌র আহমদ বিন মূসা বিন মুহাম্মদ নিশাপুরের বাজারে নিলাম ডাকতেন। নিলাম ডাকাই ছিল তাঁর পেশা। আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন আবূ কাউদ উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াজিদও এই পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অঞ্চল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তার নিরীখে উলামা-মাশায়েখ জীবিকার্জনের অনুষঙ্গ হিসেবে নানা পেশা অবলম্বন করতে দেখা

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

যায়। বস্তুত বসরা ছিল নদী নির্ভর অঞ্চল। টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস ও শাত আল আরবের মিলনে সমৃদ্ধ বসরায় নৌ ব্যবসায় ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। অনুরূপভাবে নিশাপুরও ছিল পাহাড়ি, ঝরণা ও সেচনালা নির্ভর কৃষি নগরী। পাহাড়ি ঝরনা ও ছোট ছোট নদীর কারণে এখানেও জলযান নির্মাণ হতো। উপায় ও উপকরণের চমৎকার ভারসাম্য উলামাদের জীবিকা অর্জনের পথকে সহজতর করে তুলেছিল।

অভিনব ও আবশ্যিক প্রয়োজন চিহ্নিত করে উলামাগণ দ্বীনি খেদমতের পাশাপাশি জীবিকার্জনের উপায় খুঁজে বের করতেন। তদানীন্তন আমলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র গোসলখানার ব্যবস্থা ছিল। শুধুমাত্র কর্ডোভা নগরীতেই নয়শো গোসলখানা ছিল। এসব গোসলখানায় গরম পানি, সাবান ও তৈলের ব্যবস্থা থাকতো। আয়ের অন্যতম মাধ্যম ছিল এই গোসলখানাগুলো। যারা গোসলখানা নির্মাণের মাধ্যমে আয় করতেন তাদের হাম্মামি বলা হতো। সর্বপ্রথম 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনে আবুল আস সাকাফি বসরার একটি হাম্মাম নির্মাণ করেন। এর দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। এটির অবস্থান ছিল 'ঈসা ইবনু জাফরের প্রাসাদের সন্নিকটে। মুসলিম বিন আবূ বক্র বসরার আরেকটি হাম্মাম নির্মাণ করেন। এই আয় দিয়ে তার সংসার নির্বাহ হতো। আবুল হাসান 'আলী আহমদ ইবনু 'উমার ছিলেন বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসের একজন। তিনিও হাম্মাম নির্মাণ করে তার দ্বারা উপার্জন করতেন। আবূ তালেব মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ বিন আহমদ করতেন চালের ব্যবসা। আবুল কাশেম 'আলী বিন আহমদ বিন মুহাম্মদও চালের ব্যবসা করতেন। আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনু 'আলী ইবনে মূসা করতেন ডালের ব্যবসা। আবুল আহাম্মদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনে আহমদ তহহান যিনি আরেকজন ডাল ব্যবসায়ী ছিলেন।

সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সংসার জীবনের প্রতিটি বিষয় চিহ্নিত করে আলেমগণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেন। এমনটি নয় যে, অধিক মুনাফা লাভের আশায় একই পেশায় হুমড়ে পড়তেন। কিংবা চড়াদামে বিক্রির আশায় দাম ধরে থাকতেন। তারা বিলক্ষণ জানতেন যে, অতিরিক্ত মুনাফা সূদের সমতুল্য। আর সুদ তো ইসলামে সর্বোতভাবে পরিতাজ্য। তাদের ভারসাম্য পূর্ণ উৎপাদন, বিপনন ও মূল্য নিয়ন্ত্রের ফলশ্রুতিতে একটা চমৎকার অর্থ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল। ২/৪ বছরেও দ্রব্য মূল্য উঠানামা করতো না। ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে নায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় ক্রয় ও ভোগ করতে পারতেন। দ্রব্যমূল্যের উঠানামা, ফটকাবাজারী, মজুতদারী ইত্যকার ঘৃণ্য প্রথার প্রচলন ছিল না।

ব্যবসা পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাছ-বিচার ছিল না। একেবারেই প্রয়োজনের নিরীখেও সুবিধা মতো উপায় এঁদের সকলেই কোনো না কোনো ব্যবসায় জড়িত ছিলেন সে কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এদের একজন ছিলেন আবূ ইসহাক ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তিনি একজন প্রখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। তিনি বেশকিছু জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি রুটি বিক্রি করে উপার্জন করতেন। আবুল হাসান 'আলী বিন সুলাইমান বিন ইয়াত্ত রুটি বিক্রেতা ছিলেন। আবূ মুহাম্মদ সাহল বিন নসর বিন ইব্রাহিম বাগদাদের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। তার একটি হোটেল ছিল। আর এটিই ছিল তার আয়ের একমাত্র উৎস। আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইস্পাহানিও হোটেল চালাতেন। আবূ ইসহাক ইব্রাহিম বিন ইউসুফ বিন মাইমুন ছিলেন নির্ভরশীল হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ও সুফ্ইয়ান ইবনু উযাইনাহ প্রমূখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মুরগি পালতেন, মুহাম্মদ বিন 'আলী বিন জাফর বিন মাকিয়ানিও মুরগি পালতেন এবং বাজারে বিক্রি করতেন। আবূ আব্দুর রহমান হোসাইন বিন আহমদ ছিলেন ইমাম মুসলিমের সাগরিদ। তিনি দুধ বিক্রেতা ছিলেন। আবূ সা'দ নসর বিন 'আলী ইমারত নির্মাণ উপকরণ পাথরের ব্যবসা করতেন।

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

ইন্‌শা-আল্লাহ : আশ্বাস নয়, আস্থার প্রতীক

–মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম★

মানুষের জীবন নদীর মতো– প্রতিশ্রুতির স্রোতে গড়ে ওঠে আস্থা, বিশ্বাস এবং বন্ধনের বাঁধ। আমরা একে অপরকে কথা দিই, প্রতিশ্রুতি দিই, আশ্বাস দিই –এরই মধ্য দিয়ে সমাজের বন্ধন হয় দৃঢ় ও মজবুত। কিন্তু যখন সেই প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বুলিতে রূপান্তরিত হয়, তখন ভেঙে যায় আস্থা, মরে যায় সম্পর্ক, ভস্ম হয়ে যায় বিশ্বাস। এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো– 'ইন্‌শা-আল্লাহ'। মানে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে। কত সুন্দর ও পবিত্র একটি শব্দ! এতে লুকিয়ে থাকে বিনয়ের সুর, ঈমানের আলো এবং মানুষের সীমাবদ্ধতার স্বীকারোক্তি। এটি বলার মাধ্যমে মানুষ জানায়– 'আমি চেষ্টা করবো, কিন্তু চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নয়, মহান আল্লাহর হাতে'।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেকেই আজ এই মহান শব্দটিকে ব্যবহার করছেন মিথ্যা আশ্বাসের প্রতীক হিসেবে। অনেকেই মুখে বলেন– 'ইন্‌শা-আল্লাহ করবো', 'ইন্‌শা-আল্লাহ দেবো', 'ইন্‌শা-আল্লাহ যাবো', অথচ অন্তরে থাকে কাজ না করার ইচ্ছা। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল আওয়ায়ি (রাহিমাহুল্লাহ) কড়া সতর্ক করে বলেন–

وَلَوْ قَالَ : أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَفْعَلَ، كَانَ كَذِبًا وَخُلْفًا.

'যে ব্যক্তি মনে মনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইন্‌শা-আল্লাহ বলে, সে মিথ্যুক ও বিশ্বাসঘাতক।'

কথাটি যেনো বজ্রধ্বনির মতো প্রতিধ্বনিত হয়। কারণ, মহান আল্লাহর নামকে ঢাল বানিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া শুধু প্রতারণাই নয়; বরং এটি কপটতারও নামান্তর। প্রতিশ্রুতির বদলে প্রতারণা এবং আস্থার বদলে অবিশ্বাস সমাজে এমনটি চলতে পারে না। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগে– আমরা কি সত্যিই 'ইন্‌শা-আল্লাহ'-এর মর্যাদা রক্ষা করছি?

'ইন্‌শা-আল্লাহ' কেবল ঠোঁটের ভাষা নয়; এটি অন্তরের অঙ্গীকার, মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। এর মর্মার্থ– আমি চেষ্টা করবো, কিন্তু সফলতা নির্ভর করছে মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর। ইন্‌শা-আল্লাহ বলে যদি আন্তরিক চেষ্টা না করা হয়, তবে তা হবে– মহান আল্লাহর নামকে ব্যবহার করে মিথ্যা বলার সমতুল্য। কথায় কথায় 'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলে কাজ না করার প্রবণতা মু'মিন হৃদয়ে মুনাফিক্বীর অঙ্কুর বপন করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ".

'মুনাফিক্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো– মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আমানতের খিয়ানত করা।'[১৩৫]

ইন্‌শা-আল্লাহ বলে যেখানে সত্যের ফুল ফুটবার কথা, সেখানে রোপণ করা হচ্ছে মিথ্যার কাঁটা। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আমাদের করণীয় কী? প্রথমত, সততার সাথে এই শব্দ ব্যবহার করতে হবে। শুধু তখনই 'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলবো, যখন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার ইচ্ছা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেবো না। যদি কাজটি করা না যায়, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবো। তৃতীয়তঃ 'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলার পর কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

'ইন্‌শা-আল্লাহ' বলার চর্চাকে ফিরিয়ে আনতে হবে তার প্রকৃত মহিমায়– যেনো এটি হয় সততা ও আস্থার প্রতীক এবং মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার ঘোষণা। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক ভাঙার পরিবর্তে, এই শব্দটি হয়ে উঠুক আস্থা গড়ার সেতু। ☒

★ *লেখক, অনুবাদক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক, কাতার প্রবাসী।*

[১৩৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩, ৬০৯৫ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১০৭/৫৯।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ : যিনি ভাঙলেন মোঙ্গলদের অজেয়তার দেয়াল

–নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ*

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাস বারবার ফিরে আসে। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে পৃথিবী তছনছ করে ফেলছিল তাতাররা (মোঙ্গল)। তারা যে যুল্ম, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞের খেলায় মেতে উঠেছিল সেই ঝড় একদিন আছড়ে পড়ে শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের উপর এবং ধ্বংসই করে ফেলে এই সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যকে। এদিকে পাশের রাজ্যের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হয়নি বাগদাদ! ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। তাতারদের তাণ্ডবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল খিলাফতে 'আব্বাসিয়া। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে মুসলিম স্বর্ণযুগের এবং জাতির ঐক্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে।

তখনকার মানুষজন মনে করেছিল মোঙ্গলঝড় বা তাতারঝড় হলো ইয়াজুজ-মাজুজ বা দাজ্জালের বাহিনী। তাই হয়তো মানুষের সাধ্য নেই এদের মোকাবিলা করার। তারা অপরাজেয়! মুসলিমবিশ্বের উপর বয়ে যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাপছিল ইউরোপও।

জাতিকে রক্ষা করার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার যার ঈমান থাকবে পাথরের চেয়ে কঠিন এবং জিহাদের পূর্ণ ইচ্ছা থাকবে। সেই সময়, সেই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ তা'আলা বেছে নিয়েছিলেন মামলুক সুলতান, আস-সুলতানুল মুজাফফর, সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজকে। তার নেতৃত্বে ২৫ রমাযান, ৬৫৮ হিজরি মোতাবেক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ২ সেপ্টেম্বর) আইন জালুত-এর প্রান্তরে চির-অজেয় খ্যাত তাতারদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মেরুদণ্ড গুড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর আকাশে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ উদিত হন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দেন ইতিহাসের মোড়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলমানদের হারানো গৌরবময় অতীত।

আইন জালুতে বিজয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের বিচক্ষণ নেতৃত্ব, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সুস্পষ্ট লক্ষ্য, বিশুদ্ধ চিন্তাচেতনা, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা, উম্মাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বহীনতা, যোগ্য লোকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ, শক্তিশালী বাহিনী, কৌশল অবলম্বন, জিহাদের পুনর্জাগরণ ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ, সামরিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে আদর্শিক দীক্ষা, ক্রমাগত প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিভা, সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণ রাজনীতি, মামলুক বাহিনীতে বিজয়ী দলের গুণাবলীর উপস্থিতি, পর্যায়ক্রমিক আদর্শ ও প্রতিরোধ-পরিকল্পনার উত্তরাধিকার, আলেমদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ, দুনিয়াবিমুখতা, মোঙ্গলদের রাজপরিবারে ভেতরগত দ্বন্দ্ব এবং জালিম ও অবাধ্যদের পাকড়াও করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর রীতি গ্রহণ ইত্যাদি ছিল আইন জালুতে বিজয়ের অন্যতম কিছু কারণ। সেইসাথে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের পর আরেকজন সাহসী ব্যক্তি যুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি সুলতানের সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

আইন জালুত যুদ্ধে মোঙ্গলদের পরাজয় এবং মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের ফলে যে প্রভাবগুলো পড়েছিল, তা পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ফল বয়ে এনেছিল। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মোঙ্গলদের দখলদারীত্ব থেকে বিলাদুশ শাম মুক্ত হওয়া, শাম ও মিসরের মধ্যে আবারো ঐক্য প্রতিষ্ঠা, মামলুকদের বিরোধী শক্তি দমন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবজাগরণ, থেমে যেতে থাকে মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য বিস্তার, ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির ব্যর্থতা, ক্রুসেডারদের দূর্বল অস্তিত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গনে বিশেষত্ব লাভ করে আবারও জেগে ওঠে কায়রো শহর, বীর মামলুকদের রাজত্বের সূচনা, মামলুক ফৌজের উন্নয়ন ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ ইত্যাদি।

*[**বি. দ্র.** মোঙ্গল তাতারদের একটি শাখা গোত্রের নাম। মোঙ্গলরা উত্তর চীনের হিম শীতল মরু জুবি এলাকায় বসবাস করতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের যে বিজয়-বন্যা চলছিল, তখন তারা তাতার নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। চীন, ইসলামী ভূখণ্ড, ইউরোপ, রাশিয়া সর্বত্র মোঙ্গলরা তাতার নামে পরিচিতি পায়। ইতিহাসবিদ ইবনু আসিরও চেঙ্গিস খানের পূর্বপুরুষদের তাতার নামে অভিহিত করেছেন। আশা করি তাতার ও মোঙ্গল নাম নিয়ে ধোঁয়াশা কেটে গিয়েছে। মোঙ্গলদেরই তাতার বলা হয়। এজন্য কোথাও তাতার লেখা, আবার কোথাও মোঙ্গল লেখা।]*

*অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম. এম কলেজ, যশোর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডিপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

কবিতা

সুর

মোল্লা মাজেদ*

সুর সেধে যায় হৃদয় কুঞ্জ বনে
সুর লহরী জাগুক সবার মনে।
সুরের দোলায় উঠুক বিশ্ব দুলে
ঝংকারে সুর নদীর কূলে কূলে।

সুরের সুধায় মুখর মাল্লা মাঝি
সুর দোলনে দুলছে হৃদয় আজি।
গুঞ্জরে যায় ভ্রমোরায় ফুলে ফুলে
রাখাল বাজায় চৈত্রের বটমূলে।

নও বেলালের শিরিন সুরে সুরে
প্রেমের জোয়ার বহায় অন্তপুরে
জোয়ার ধারায় দু'-কূল ওঠে ফুলে
আল কুরআনের সুরের দোলায়
সব কিছু রই ভুলে।

শান্তি

আব্দুল হাসিব বিন আব্দুল কাদির*

শান্তি সবাই খুঁজে এ ভবে,
কিন্তু তা জুটে ক'জনার নসিবে?

হারামে যদি খুঁজো শান্তির দিশা,
পাবেনা তা, কেন করো মিছে আশা?

সুদে, ঘুষে, চাঁদাবাজি যুল্মের সাঝে,
শান্তি খুঁজে লাভ নাই, সুখ নাই তার মাঝে।

সমাজে যার যতো বেশি আছে ধন,
ঠিক ততটাই অশান্ত তার মন।

লক্ষ্য টাকা বেতনেও চলেনা, চায় আরো বেশি,
অথচ ইমাম সাহেব দশ হাজারেই চলছে হাসিখুশী।

শান্তি পাবে, পাবে সুখের নূর,
চেষ্টা করবে যখন করতে অন্যের দুঃখ দূর।

শান্তি খুঁজে পাবে জীবন চলবে সুখে,
যখন রবের শুকরিয়া থাকবে সদা মুখে।
অল্পে তুষ্টির গুণ আন নিজের তরে,
দেখবে শান্তি ফিরে এসেছে আপন ঘরে।

উদাসীন

মো. আব্দুল্লাহ বিন জাকির (জুবায়ের)*

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি ঘুরে ফিরি দিগদিগন্ত,
আমি ভীতু, নির্জীব, অকর্ম
আমি নিষ্ঠুর, নৃশংস।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি বেপরোয়া, নিন্দিত কান্ত,
আমি মন্থর, অমার্জিত প্রাণ
অমনোযোগী, অসংলগ্ন টান।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি বিশ্বাসহীন, অসত্য প্রান্ত,
আমি অমূলক প্রসঙ্গধারী
আমি ক্রোধে রোষান্বিত ভারী।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি অস্তিত্বে অশান্ত,
আমি প্রজ্ঞায় ভীষণ নগণ্য
আমি কুৎসিত, কদর্য দহন।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি নিরর্থক, অকৃতকার্য ভ্রান্ত,
আমি অপ্রতুল, তুচ্ছ, ক্ষয়মান
আমি উন্মাদ, রুগ্ন প্রাণ।

আমি উদাসীন, উদভ্রান্ত
আমি আশাহীন, বাউণ্ডুলে ক্লান্ত,
আমি পাষণ্ড, তির্যক অন্তর
আমি অশ্রুসিক্ত, পরাভূত অন্তর।

তবু এই আঁধার ক্ষীণ আলো জ্বলে
ভোরের সূর্য ডাকে নতুন ছলে,
আমি উদাসীন, তবুও খুঁজি নতুন গান
অন্ধকার ভেদে উঠুক সতেজ প্রাণ।

** বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*

** অধ্যয়নরত, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস্ সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়ীয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।*

** সহকারী কর্মকর্তা (প্রকাশনা), বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিচালিত।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

শুব্বান সংবাদ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ : যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত

"শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের পথ নয়; বরং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনেরও মাধ্যম" এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গত ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকাল ৩টায় বাংলাদেশের রাজধানীতে অবস্থিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরি হলে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় সেমিনারে শুব্বানের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ-এর অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া)'র আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী। এছাড়া আরও আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খাঁন মাদানী, তিতুমীর সরকারী কলেজের অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দীন আহমদ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ ফতিহুল কাদির, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (গাজীপুর)'র অধ্যাপক ড. আমান উদ্দীন মো. মুজাহিদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী সদস্য ও সৌদি আরবের কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. হেদায়েতুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "অনতি বিলম্বে সরকার ঘোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানের শিক্ষক নিয়োগ প্রজ্ঞাপন বাতিল করতে হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, এটা এদেশের নব্বই পার্সেন্ট মুসলিমের পক্ষে এবং বিশেষ করে এদেশের চার কোটি আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে আমাদের দাবী।" আমরা আশা করি সরকার আমাদের দাবী মেনে নিবেন।

মূল প্রবন্ধে উপস্থাপক দেখান যে, ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক ও মানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কীভাবে দ্রুত সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায় এবং ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরে বলেন– **১.** প্রথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করে শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, **২.** বিভিন্ন ধর্মের জন্য তাদের উপাসনালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোচকবৃন্দ একমত হয়ে বলেন–

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার মানোন্নয়নে টেকসই নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

২. গানের শিক্ষক প্রজ্ঞাপন বাতীল পূর্বক ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে।

৩. ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় পদে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে কামিল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি, ইসলামিক স্ট্যাডিজ এবং কওমী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিধারীদের ধর্মীয় শিক্ষক পদে প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে।

৪. নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ মো. আব্দুল্লাহিল হাদী, তিনি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, "জাতির আগামী প্রজন্মকে যদি আমরা জ্ঞান ও নৈতিকতার আলোয় আলোকিত করতে চাই তবে দক্ষ, সৎ ও নিবেদিত প্রাণ ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে আমাদের আর দেরি করা চলবে না।"

কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৪১তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বাদ মাগরিব জমঈয়ত ভবনে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তানযীল আহমাদের সঞ্চালনায় কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে "সালাফগণ যেমন ছিলেন" শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভার ৪১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন প্রবীন আলেমে দ্বীন উস্তাযুল আসাতিযা শাইখ আব্দুল হাকিম।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কোষাধ্যক্ষ জনাব হেদায়েতুল্লাহ, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক শাইখ মাহদী হাসান মুহাম্মাদ মাদানী, জুনিয়র অফিস সহকারী জনাব মো. আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ। এতে মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শুব্বান শাখা, যাত্রাবাড়ী থানা শুব্বান শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

শেরপুর উপজেলা শুব্বানের বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, শনিবার, আত তাওহীদ জামে মসজিদ, হাওয়াখানা, শেরপুর, বগুড়ায়, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর বগুড়া জেলার, শেরপুর উপজেলা শাখার ৪র্থ বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মো. সাব্বির হোসাইন এর সঞ্চালনায় এবং মো. মুন্তাসির আহমেদ এর সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক অধ্যাপক জনাব মো. শফিউল্লাহ, প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, শাইখ মোহাম্মদ আব্দুর রব আফফান মাদানী, উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শাইখ মাওলানা ফাইজুর রহমান, প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ছিলেন, শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী, বরন্যে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আশিক বিন আশরাফ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া জেলা শুব্বানের সভাপতি শাইখ নাজির আহমেদ সরকার। এছাড়াও জমঈয়ত ও শুব্বানের জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কাউন্সিলে মো. মুন্তাসির আহমেদকে সভাপতি করে এবং মো. সাব্বির হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে এক বছরের জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি ঘোষনা করা হয়। সর্বশেষ নবনির্বাচিত সভাপতি মো. মুন্তাসির আহমেদ-এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের ২য় মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২য় মাসিক আলোচনা সভা চারতালুক উত্তরপাড়া জামে মসজিদ ভোলাবয় অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক শাইখ আবু আহমাদ আ. রহমান মাদানী, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান-এর সাধারণ সম্পাদক শাইখ রমজান মিয়া। সভাপত্বিত করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান সভাপতি শাইখ আ. রহমান মাদানী। প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সদস্য নির্বাহী পরিষদ, শাইখ ড. মোজাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দা'ওয়াহ ও মিডিয়া সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম উমরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি, শাইখ ইকবাল হাসান। সহ-সেক্রেটারি, শাইখ আবুল হোসেন। সহ-সভাপতি শাইখ হাফেজ জায়েদ মোল্লা।

ভোলাব ইউনিয়ন শাখা শুব্বানের দা'ওয়াতী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অদ্য ১২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বাদ 'আসর নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান-এর অন্তর্গত রূপগঞ্জ থানার ভোলাব ইউনিয়ন শুব্বানের দা'ওয়াতী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাইখ সাদিকুর রহমান মাদানী। **দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব** বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি শাইখ আ. রহমান মাদানী। **আমরা কেন আহলে হাদীস এবং এর গুরুত্ব ও পরিচয়** বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক শাইখ রমজান মিয়া।

চণ্ডিপুর শাখা শুব্বানের নতুন কমিটি গঠন ও দু'জন হাফেযকে সম্মাননা প্রদান

০৩ অক্টোবর-২০২৫ শুক্রবার চণ্ডিপুর শাখা শুব্বানের নতুন কমিটি গঠন হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন কেশবপুর-মনিরামপুর উপজেলা শুব্বানের সভাপতি মো. আব্দুল হান্নান, হাবাসপোল পুলের মাথা শুব্বান শাখার সভাপতি

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

রায়হান আলম, উপজেলা দায়িত্বশীল আবু সুফিয়ান প্রমুখ। এছাড়া চণ্ডিপুর জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এর সম্মানিত ইমাম মাওলানা মো. উবায়দুল্লাহ, চণ্ডিপুর শাখা জমঈয়তের দায়িত্বশীল সাখাওয়াত হোসেন, তৈয়্যেব আলী দফাদার, আনিসুর সরদার, বজলুর রহমান, হাফেয আব্দুস সামাদ, আব্দুল হালীম প্রমুখ। 'একজন মুসলিম যুবকের কাছে ইসলামের দাবি' বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জুম্মার খুতবাহ্ প্রদান করেন কেশবপুর-মনিরামপুর উপজেলা শুব্বানের সভাপতি মো. আব্দুল হান্নান। জুম্মার সালাত শেষে তিনি চণ্ডিপুর শাখা শুব্বানের নবনির্বাচিত কমিটির ঘোষনা করেন।

নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা হলেন– আব্দুর রাকিব কাজী– সভাপতি, হাফেয মেহেদী হাসান– সহ-সভাপতি, উসমান গণী– সহ-সভাপতি, মো. ইব্রাহীম খলিল– সাধারণ সম্পাদক, খালিদুর রহমান টিটো– সহ-সাধারণ সম্পাদক, মাছুম রানা– সাংগঠনিক সম্পাদক, মো. সুমন হোসেন– কোষাধ্যক্ষ, তরিকুল ইসলাম সাজু– প্রচার সম্পাদক, মারুফ হোসেন সরদার– সহ-প্রচার সম্পাদক, নাঈম বিন উবায়দুল্লাহ– সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, তুহিন হোসেন– ছাত্র ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক, সুজন হোসেন– দফতর সম্পাদক, রিয়াদ বিশ্বাস– পাঠাগার সম্পাদক। উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক, সাখাওয়াত হোসেন, মাওলানা মো. উবায়দুল্লাহ, বজলুর রহমান, মনিরুজ্জামান বাবলু ও আব্দুল হালীম।

হাফেযদের ক্রেস্ট প্রদান : ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ, আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘদিন পর চণ্ডিপুরে দু'জন ছেলে পবিত্র কুরআনের হাফেয হয়েছে। তাই তাঁদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে এবং সেইসাথে কুরআন শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে চণ্ডিপুর জমঈয়ত ও শুব্বানের উদ্যোগে হাফেয দ্বয়-কে জুম্মার সালাতের পর ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। হাফেয দু'জন হচ্ছে– মো. সাকিব বিন আব্দুর রফিক বিশ্বাস ও মো. আল আমীন বিন তাইজেল সরদার।

ক্রেস্ট প্রদানে উপস্থিত ছিলেন– কেশবপুর-মনিরামপুর উপজেলা শুব্বানের সভাপতি মো. আব্দুল হান্নান, চণ্ডিপুর জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-এর সম্মানিত ইমাম মাওলানা মো. উবায়দুল্লাহ, চণ্ডিপুর শাখা জমঈয়তের দায়িত্বশীল আনিসুর সরদার ও তৈয়্যেব আলী দফাদার, চণ্ডিপুর শাখা শুব্বানের সভাপতি আব্দুর রাকীব কাজী প্রমুখ।

শেরপুর উপজেলা শুব্বানের Open Book কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩ অক্টোবর-২০২৫ শুক্রবার, শেরপুর (বগুড়া) উপজেলা শুব্বানের উদ্যোগে দু'টি নির্ধারিত বইয়ের উপর Open Book কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা শেরপুর (বগুড়া) উপজেলা শুব্বানের সভাপতি জনাব মো. মুনতাসির আহমদ রহমানীর সভাপতিত্বে, সহ-সভাপতি এম. এ মোসাব্বির অন্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. সাব্বির হোসাইন-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা শুব্বান-এর সভাপতি নাযীর আহমাদ সরকার, প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শাইখ সাব্বির ইসলাম ফাইজি, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ মো. ইমরান হোসাইন, শেরপুর উপজেলা জমঈয়ত এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক জনাব মো. শফিউল্লাহ, শেরপুর উপজেলা জমঈয়ত-এর সেক্রেটারি মাওলানা মো. রেজাউল করিম।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ হাফেজ মো. আব্দুল খালেক, শেরপুর উপজেলা জমঈয়ত-এর কার্যনির্বাহী কমিটির দাঈ'/মুবাল্লিগ হাফেজ তাফিমুল ইসলাম ফরমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা এমন ব্যতিক্রমী আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

দু'আর আবেদন

কুষ্টিয়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি মাও. মাযহারুল হক বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ দিন থেকে অসুস্থ। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সকল মুসলিম দ্বীনি ভাইয়ের নিকট দু'আর আবেদন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন –আমীন।

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

বিপর্যয় ও জরুরী অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা : বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, ২০২৫

-মুহাম্মদ শামসুল আলম*

প্রতিদিনের বিশ্ব সংবাদে ইদানিং গুরুতর বিপর্যয়, দূর্যোগ আর জরুরি অবস্থার খবর আসছে। এখন প্রশ্ন এইসব বিপর্যয়, দূর্যোগ আর জরুরি সমস্যাগুলো কিভাবে আমাদের মনে প্রভাব ফেলছে? আবার এইসব ক্ষেত্রে আমাদের জীবন ও মানসিক অবস্থাকে স্বস্তিতে রাখার মতো সেবা ব্যবস্থার প্রাপ্যতা আছে কি-না? এইসব বিবেচনায় এ বছরের ১০ অক্টোবরের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "বিপর্যয় কিংবা জরুরি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা যেন নিশ্চিত হয়" (Access to Services-Mental Health in Catastrophes and Emergencies)।

প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জরুরি অবস্থার শিকার হচ্ছে- যেমন- সশস্ত্র যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, মহামারী, বিবিধ মানবিক সংকট ইত্যাদি। এইসব সংকট পরিবার, জীবিকা, প্রয়োজনীয় সেবা কার্যক্রম ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলছে। যেসব মানুষ এইসব সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁরা বিশাল মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছেন। এদের মধ্যে আবার অনেকে মানসিক রোগ যেমন- বিষন্নতা (Depression) ও দূর্যোগ পরবর্তী মানসিক চাপ (Post Traumatic Stress Disorder) ইত্যাদিতে ভুগছেন।

জরুরি সমস্যাগুলো মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই সাথে সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র ও বৈষম্য পরিস্থিতিকে আরো দুর্বিষহ করে তোলে। সমস্যাগুলো নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামাজিক সমস্যা : ⮝ সমাজে পূর্ব থেকে বিদ্যমান দারিদ্র ও বৈষম্য, ⮝ জরুরি সমস্যার কারণে পরিবারে ভাঙন, নিরাপত্তার ঘাটতি, জীবিকার ঘাটতি, সামাজিক সংযোগহীনতা, আস্থার অভাব ও সীমিত সম্পদ। ⮝ অধিক জনসংখ্যা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় সমস্যা, সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতি।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা : ⮝ পুর্ব থেকেই বিদ্যমান মানসিক সমস্যা যেমন- বিষন্নতা, সিজোফ্রেনিয়া অথবা মদ ও অন্যান্য নেশাদ্রব্যের ক্ষতিকর ব্যবহার। ⮝ জরুরি অবস্থা জনিত শোক, তীব্র মানসিক চাপ, নেশাদ্রব্যের ক্ষতিকর ব্যবহার, বিষন্নতা, উৎকন্ঠা ও দূর্যোগ পরবর্তী মানসিক চাপ। ⮝ মানবিক ত্রানের ঘাটতি জনিত সমস্যা, যেমন- তথ্যের ঘাটতির জন্য উৎকন্ঠা, বিশেষত, কিভাবে খাদ্য ও মৌলিক মানবিক সেবা পাওয়া যাবে এই বিষয়ে জানা না থাকা।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সমস্যা : ⮝ আগে থেকেই বিদ্যমান মানসম্মত ও সুলভ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি, ⮝ জরুরি অবস্থা জনিত সেবা কার্যক্রমের বিদ্ধস্ত অবস্থা, জনবলের ঘাটতি, ঔষধ সরবরাহে সমস্যা, বিশাল প্রয়োজনের তূলনায় ক্ষুদ্র সেবা অবকাঠামো, ⮝ সমন্বয়ের অভাব ও জরুরি ত্রানে নিয়োজিত লোকজনের প্রশিক্ষণের অভাব।

মানসিক সমস্যা যা বিপর্যয়ের সাথে জড়িত : প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দূর্যোগ, উচ্ছৃংখল ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম, জনস্বাস্থ্য সংকট যেমন- মহামারী, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা তেজস্ক্রিয়তা জনিত জরুরি অবস্থা -এসবের ক্ষেত্রে জনগণ অনেক ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন। এর কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো-

⇨ **উৎকন্ঠা বা Anxioety :** ⮝ আঘাত, রোগ ও ক্ষয়ক্ষতি জনিত মানসিক চাপ, ⮝ আপনজনের মৃত্যুজনিত শোক, ⮝ শিশুদের যত্নের সমস্যা, ⮝ মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের জন্য কোয়ারেন্টাইন জনিত সামাজিক দূরত্ব, ⮝ সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন।

উপরের সমস্যাগুলো আরো জটিল হয় সমাজে বিদ্যমান মানসিক সমস্যা যা আগে থেকে থাকে। যেমন- ⮝ দূর্যোগ পরবর্তী মানসিক চাপের ফলে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, হতাশা, ক্রোধ, ⮝ অর্থনৈতিক ক্ষতির ফলে গুরুতর মানসিক চাপ, নেতিবাচক মানসিক অবস্থা যেমন- ক্রোধ ও উৎকন্ঠার সৃষ্টি হতে পারে। ⮝ পরনির্ভরশীলতা গুরুতর সমস্যা যেমন- দ্বন্দ, বিষন্নতা, মানসিক চাপের সৃষ্টি করে (PTSD)।

⇨ **দূর্যোগজনিত আবেগসংক্রান্ত সমস্যা :** ⮝ তীব্র অস্বাভাবিক অনুভূতি, ⮝ চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন, ⮝ পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোতে সমস্যা, ⮝ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা, ⮝ চাপজনিত শারীরিক বিরূপ সমস্যা।

⇨ **দূর্যোগজনিত জরুরি লক্ষণাবলী :** দূর্যোগ শারীরিক ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, চাকুরি ও শ্রমের ক্ষেত্রে সমস্যা, আবাসন সংকট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো সাময়িক, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ফলাফল সপ্তাহ

*অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম. এম কলেজ, যশোর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডিপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর।

বা মাসের পর মাস চলতে থাকে। এগুলোর ফলে যে লক্ষণাবলী দেখা যায় তা হচ্ছে–

⅄ খুব বেশি বা খুব কম আহার ও নিদ্রা, ⅄ ক্রোধ, সর্বসান্ত হওয়ার আতংক ও অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক হওয়া, ⅄ বিশাল দুঃখবোধের সঞ্চার হওয়া, ⅄ নিজেকে মানুষজন ও কাজকর্ম থেকে গুটিয়ে নেওয়া, ⅄ যোগাযোগ বন্ধ করা, ⅄ নিজেকে ব্যস্ত-ত্রস্ত অনুভব হওয়া, ⅄ শরীরে ব্যথা-বেদনা অনুভব হওয়া যার কারণ বোঝা যায় না, যেমন- পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, ⅄ হতাশ ও অসহায় বোধ করা, ⅄ অতিমাত্রায় ধূমপান, নেশাদ্রব্য ও ঔষধের অতিমাত্রায় ব্যবহার, ⅄ অধিকাংশ সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকা, কারণ ছাড়াই নিজেকে অপরাধী মনে করা, ⅄ নিজেকে বা অন্যকে আঘাত বা হত্যার চিন্তা করা, ⅄ বাসায় বা কর্মক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানোর অসুবিধা।

⇨ **দুর্যোগজনিত সমস্যা নিরসনে কার্যক্রম :** ৫টি সংকটকালীন সেবা কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে– **(১)** নিরাপত্তাবোধের বৃদ্ধি, **(২)** নিজেকে শান্ত রাখার পথ খুঁজে বের করা, **(৩)** অন্যদের সাথে যত বেশি সম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করা, **(৪)** নিজের সামর্থের উন্নতি সাধন, **(৫)** প্রত্যাশা অক্ষুন্ন রাখা।

নিচে এসবের বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো–

(১) নিরাপত্তাবোধের বৃদ্ধি : নিরাপত্তার পথ খুঁজে বের করা– শারীরিক প্রতিক্রিয়া ও আতংকবোধের উপশম ঘটায়। মানুষকে তাদের নিরাপত্তাবোধে সহায়তা, তথ্য ও যথাযথ সূত্রসমূহের সন্ধান দিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য ও স্বস্তির ব্যাপারে পথ খুলতে হবে। সম্ভাব্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

(২) নিজেকে শান্ত রাখার পথ খুঁজে বের করা : দুর্যোগ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা জরুরি জনস্বাস্থ্য সংকটে শান্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতি উৎকণ্ঠা, অতিশোক সিদ্ধান্ত নিতে বা নিজের ও অন্যের সেবা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। কিভাবে শান্ত থাকা যায় তার উপায় এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নতর হতে পারে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য কিছু উপায় বর্ণিত হচ্ছে–

ক) শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান, ব্যায়াম, স্ট্রেচিং, যোগ, প্রার্থনা, লেখালেখি করা, বাইরে ঘোরা। **খ)** উপকারী, সন্তোষদায়ক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা। **গ)** ক্ষতিকর বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকা, যেমন- নেশাদ্রব্য বা অতিমাত্রায় সংবাদ শোনার অভ্যাস, বিশেষত শোবার আগে। **ঘ)** সহায়ক ও মাঝারি ধরণের চিন্তা-ভাবনায় ব্যস্ত থাকুন। বাস্তব ও লক্ষভিত্তিক চিন্তা করুন।

৩) অন্যদের সাথে যত বেশি সম্ভব যোগাযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করুন : সামাজিক সুরক্ষা দেখা গেছে দুর্যোগকালে শক্তিশালী সুরক্ষা দিয়ে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগ যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান, ফোন, ই-মেইল, মেসেজ আদান-প্রদান বা ভিডিও কল ইত্যাদির ফলে পারস্পরকি সহায়তা, গঠনমূলক ও সম্ভাব্য সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করে। সেইসঙ্গে দূর্যোগ নিরসনের কলাকৌশলও কাজে লাগানো যায়।

৪) নিজের সামর্থের উন্নতিসাধন : নিজের সামর্থের উৎকর্ষতা কঠিন সময়ে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। দূর্যোগের সময় জনগণকে তাদের সামর্থের মাত্রা বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া দরকার, যেমন- সিদ্ধান্ত নেওয়া, সক্রিয় হওয়া, গুরুত্ব ও প্রত্যাশা অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করা। সেইসঙ্গে সুসংগঠিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা যাতে সমস্যা নিরসন হয় ও লক্ষ অর্জিত হয়। এর উদাহরণ বলা যেতে পারে জনস্বাস্থ্য সমস্যা যেমন- রোগের প্রাদুর্ভাব, রাসায়নিক বিক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণকে রোগের লক্ষণাদি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে প্রশিক্ষিণ দেওয়া।

৫) প্রত্যাশা অক্ষুন্ন রাখা : আশা বা প্রত্যাশাকে গবেষকগণ সংজ্ঞায়িত করেছেন –এটি এমন যে ইতিবাচক ফলাফল ঘটবে বলে বিশ্বাস করা, সর্বোচ্চ আশাবাদী হওয়া এবং এমন কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকা যা সর্বোচ্চ কিছু দান করবে। এটি এমন যে দূর্যোগের মধ্যেও উন্নত কিছুর প্রত্যাশা করা। জনগণকে সহায়তা দিতে হবে আশাবাদী হওয়ার জন্য, বর্তমানের ইতিবাচক কাজকর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও ভবিষ্যতের লক্ষেও অবিচল থাকার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যাকিছু প্রেরণা যোগায় তাতে মনোযোগী হওয়া ও উন্নত ফলাফলের জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। এছাড়া সেইসব কাজে ব্যাপৃত থাকতে হবে যা ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আধ্যাতিকতার ক্ষেত্রে সমর্থন যোগায়।

উপসংহার : এইসব কাজের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি যেমন- চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষদের সহায়তা নিতে হবে। আজকের এই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, ২০২৫-এর আহ্বান, মানসিক স্বাস্থ্য একটি বিলাসিতা নয়; বরং জীবনের জন্য এক জরুরি উপাদান। স্বাভাবিক ও দূর্যোগপূর্ণ সব অবস্থাতেই শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া এখন সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দাবি। *[সূত্র : WMHD 2025 Campaign Toolkit, World Federation For Mental Health.]*

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত সালাত আদায় করেন না। হঠাৎ তার মনের পরিবর্তন হওয়াতে নিয়মিত সালাত আদায় করেন। এমতাবস্থায় তার পূর্বের নামায কী কাযা আদায় করবে এবং কীভাবে করবেন? *আব্দুল মালেক, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।*

জবাব : এরূপ তরককৃত সালাত কাযা করার শারঈ বিধান নেই। আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর সাধ্যের মধ্যে রেখে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন– "আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৩৩, ২৮৬)* তিনি আরো বলেন, "তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুপাতে ভয়কর।" *(সূরা আত্ তাগা-বুন : ১৬)* সাধ্যের বাইরে হওয়ার জন্য ৫০ ওয়াক্তের সালাতকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্তে নিয়ে আসা হয়েছে। যেন অসাধ্যের মধ্যে চলে না যায়। তাই ব্যাপকভিত্তিক এই 'ইবাদতে এটি তরক হয়ে যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। সুস্থ সচেতন জ্ঞান থাকা অবস্থায় সুবিধা মতো ও সাধ্যানুসারে যে কোনো রূপে সর্বাবস্থায় সালাত কবুল হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় কারো সালাত তরক অধিক পরিমাণে হয়ে গেলে, তা শরীআতের বিবেচ্য, সাধ্যের বাইরে চলে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত, শরীআতে এ পরিমাণ সালাত কাযা করার বিধান রাখা হয়নি; বরং এমতাবস্থায় সালাত তরককারী ব্যক্তি তরককৃত সালাতের জন্য তাওবাহ্ ইস্তিগফার করবে ও আর যেন কোনো সালাত ছুটে না যায় এ ব্যাপারে যত্নবান, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও রক্ষাকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার বিগত গাফলতী ও অবহেলাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলো, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি (বিধান মতো না চলে) অবিচার করেছ যেহেতু এর পরিণতি তাকেই বহন করতে হবে) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। (আল্লাহর পথে ফিরে এলে) আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা আয্ যুমার : ৫৩)* –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ওয়াইসকারনী (রযিয়াল্লা-হু আনহু) কে ছিলেন? উহুদের যুদ্ধে রাসূল (ﷺ)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হওয়ার কথা শুনে ওয়াজকরুনী নিজের দাঁত তুলে ফেলেছিলেন এবং তিনি (ﷺ) তাঁর জামা তাকে উপহার দিয়েছিলেন –এ ঘটনা কতটা বিশুদ্ধ? *এইচ. এ আব্বাস, মোহম্মদপুর, ঢাকা।*

জবাব : নিঃসন্দেহে তিনি একজন বড়মাপের আল্লাহওয়ালা ছিলেন এবং শরীয়াতে কঠিন পাবন্দ ছিলেন। কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর দাঁত ভাঙ্গার কথা শুনে তাঁর নিজের দাঁত ভাঙ্গার কাহিনী জামা উপহার দেওয়ার কাহিনী বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। এছাড়া তার মতো একজন শরীয়াতের অনুসারীর পক্ষে এমনটি করা যুক্তিসম্মতও নয়। কারণ রাসূল (ﷺ) ও দীন রক্ষার সহযোগিতায় সবকিছুই কুরবানী করে দেওয়া চূড়ান্ত ঈমানের পরিচয়; কিন্তু শুধু মুহাব্বতের খাতিরে অপ্রয়োজনে অঙ্গহানি তো দূরের কথা এক বিন্দু রক্ত ঝরানও শরীয়াতসম্মত নয়। আর তাই যদি হত, তবে যারা নবী (ﷺ)-এর ঢাল হয়ে নিজকে তীর বল্লমের আঘাতে ঝাঝরা করে দিতে পেরেছেন, তাদের জন্য দাঁত ভেঙ্গে নবী (ﷺ)-এর মুহাব্বাত প্রকাশ করা আরো সহজ ছিল; কিন্তু কেউই তা করেননি। আবূ বক্র (রযিয়াল্লা-হু আনহু) যিনি নবী (ﷺ)-কে সাপের দংশন থেকে রক্ষা করতে গারে সোরে সাপের গর্তের মুখে পা রেখে সাপের দংশনে কাতর হলেও নবীজীর ঘুমের কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটাননি, তিনিও দাঁত ভাঙ্গেনি। আবূ লাহাবের পাথরের আঘাত, তায়েফবাসীর রক্তাক্তকরণ, ইহুদী মহিলার বিষ প্রয়োগ এর অনুপাতে অপ্রয়োজনে শুধু মহাব্বতে এমন কাজতো কেউ করেননি। সুতরাং বুঝা গেল এটা নিছক কাল্পনিক ঘটনা। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

জিজ্ঞাসা (০৩) : মি'রাজে রাসূল (ﷺ) বায়তুল মামুরে সকল নবী (আলায়হিস সালাম)-এর ইমাম নিযুক্ত হয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু নবী (আলায়হিস সালাম)-গণ তো মৃত্যুবরণ করেছেন, তবে কি তাঁরা রূহানীভাবে জামা'আতে অংশগ্রহণ করেছেন, না সশরীরে? তিনি (ﷺ) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় কীভাবে গমন করেছিলেন? *সোহরাব হোসেন।*

জবাব : মি'রাজে রাসূল (ﷺ)-এর ইমামতিতে অন্যান্য নবীগণ স্বশরীরে তাঁর পেছনে জামা'আতে সালাত আদায় করেছিলেন। মূলতঃ নবীগণের এ উপস্থিতি বিশেষভাবে হবে, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমন- রাসূল (ﷺ) জান্নাত ও জাহান্নামে শান্তি ও শাস্তি প্রাপ্তদের দৃশ্য দেখছিলেন, অথচ কিয়ামতের পূর্বে কেউ জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে না এতদসত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জাগ্রতবস্থায় স্বশরীরে বাস্তব দেখলেন, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। যদিও পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস মতে আল্লাহ স্বশরীরে কিয়ামতের দ্বিতীয় ফুকের পূর্বে কাউকে উত্তোলন করবেন না এবং একমাত্র দ্বিতীয় ফুকের পর সকল রূহকে আল্লাহ মাটির নীচ থেকে স্বশরীরে উত্তোলন করবেন। তখন সকলেই হাশ্‌র ময়দানে স্বশরীরে সমবেত হবে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম

মসজিদে হারাম থেকে নবী (ﷺ) জিবরা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর মারফত প্রদত্ত বোরাক নামের বিশেষ বাহনে মাসজিদে আকসায় গিয়ে ছিলেন এবং সেখানে বিশেষ এক পাথরে বোরাক বেঁধে রেখে মাসজিদে আকসায় প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর পুনঃ বোরাকে আরহন হয়ে আকাশে উর্ধ্বগমন করেছিলেন। *(বিস্তারিত দেখুন : সহীহুল বুখারী- ৩/১১৭৩-৩০৩৫; সহীহ মুসলিম- ১৪৯-১৬৪)* ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

তাঁবু-সদৃশ ফয়সাল মসজিদ

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

শাহ ফয়সাল মসজিদ। দেখতে অনেকটা মরুভূমিতে নির্মিত বেদুইনদের তাঁবুসদৃশ। এ মসজিদটি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উত্তরে মনোহর মারগালা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। মারগালা হিমালায় পর্বতের অংশ। ফয়সাল মসজিদ পাকিস্তানের বৃহত্তম মসজিদ। মসজিদটি নির্মাণে সমর্থন এবং আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করেন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আযীয। তাই এই মসজিদটি বাদশাহ ফয়সালের নামে নামকরণ করা হয়।

১৯৮৬ সালে এটি সমাপ্ত হওয়ার পরে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এই মসজিদটিই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মসজিদ। বলা যায় ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মসজিদটি পৃথিবীর (মক্কার বায়তুল্লাহ ও মাদীনার মসজিদে নববীর পর) বৃহত্তম মসজিদ ছিল। পরবর্তীতে মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় দ্বিতীয় হাসান মসজিদ নির্মাণ হলে ফায়সাল মসজিদ তার অবস্থান হারায়। অর্থাৎ- বর্তমানে এটিই পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মসজিদ।

সমসাময়িক ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয় বেদুইনদের তাঁবুর আকৃতির এ মসজিদকে। সাধারণ মসজিদের প্রচলিত যে কাঠামো তার সাথে এ মাসজিদের ভেতর-বাইরের অবকাঠামোর তেমন মিল নেই। সে কারণে এ মসজিদকে ইসলামের আধুনিক স্থাপত্যের একক নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সৌদী আরবের তৎকালীন বাদশা ফয়সালের আর্থিক সহায়তায় ১৯৭৬ সালে এ মসজিদের নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে বাদশা ফায়সাল পাকিস্তান সফরে আসেন। এ সময় তিনি এ মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর নির্মাণ ব্যয় ১২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশী হিসেবে এক হাজার কোটি টাকার বেশি। ১৯৭৫ সালে বাদশা ফয়সাল নিহত হওয়ার পর পাকিস্তান সরকার তার নামে এ মসজিদের নামকরণ করে। তখনো মসজিদ নির্মাণ শুরু না হলেও প্রকল্পের কার্যক্রম চলছিল।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এ মসজিদের নকশা নির্বাচিত হয়। মসজিদটি তুরস্কের স্থপতি বেদাত ডালোকে ডিজাইন করেছিলেন, যার নকশা ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়। যেখানে ১৭টি দেশের ৪৩টি নকশার প্রাস্তব জমা দেওয়া হয়েছিল। এটি কোনও ঐতিহ্যবাহী গম্বুজ বা তোরণ ছাড়া নকশা করা হয়েছিল। গম্বুজবিহীন এ মাসজিদের আটটি ঢালু ছাদ রয়েছে। মসজিদের দেয়াল থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, মনে হয় সর্বত্র লাইট লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

যে মনোমুগ্ধকর মারগালা পর্বতের পাদদেশে এ মসজিদের অবস্থান সেটি পাকিস্তানের জাতীয় পার্ক। মসজিদের তিন দিকে সবুজ বনবেষ্টিত পাহাড় শ্রেণী। এক দিকে পরিকল্পিত সাজানো ইসলামাবাদ শহর। মসজিদের চার দিকে বিশাল খোলা চত্বর সবুজ বেষ্টনী দ্বারা চিহ্নিত। ওপর থেকে দেখলে সাজানো ছবির মতো মনে হয় মসজিদটিকে। মসজিদে যাওয়ার পথে (ফয়সাল অ্যাভিনিউ)-এর দুই পাশ মনোরম ফুলের গাছে সাজানো। প্রায় ৭৪ হাজার মুসুল্লীর ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এ মসজিদটি। তাঁবুসদৃশ মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষ মার্বেল ও মোজাইক দ্বারা সুসজ্জিত। এখানে এক সাথে ১০ হাজার মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারেন এবং মসজিদের প্রবেশ পথের বর্ধিত অংশে ২৪ হাজার এবং মসজিদের সামনের শাহানে ৪০ হাজার মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারেন। এছাড়াও মসজিদের বাইরের খোলা চত্বরসহ পুরো মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সাথে ২.৫ লাখেরও বেশি মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারে।

এটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় এবং জাতীয় মসজিদ। এটি এক সময় পৃথিবীরও সবচেয়ে বড় মসজিদ ছিল এবং বর্তমানে মুসল্লী ধারণক্ষমতার বিবেচনায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মসজিদ। এর মিনারের উচ্চতা ২৬০ ফুট, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। মসজিদের চার দিকে সমউচ্চতার চারটি মিনার কা'বার অতৃশ্য আকার নির্দেশ করছে। মসজিদের মিনারগুলো মিসাইল আকৃতির। পাহাড়ের ঢালু পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় দিন-রাত সব সময় কয়েক মাইল দূর থেকেই মসজিদটি দৃশ্যমান।

ফায়সাল মসজিদ ক্যাম্পাসে একটি গ্রন্থাগার, একটি বক্তৃতা হল, একটি যাদুঘর এবং একটি ক্যাফে রয়েছে। মসজিদটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ক্যাম্পাসরূপেও ব্যবহৃত হত। ইসলামী স্থাপত্যের ঐতিহ্যবাহী প্রতীকগুলো ত্যাগ করার জন্য প্রথমে রক্ষণশীল মুসলিমদের দ্বারা ফয়সাল মসজিদটি অনেক সমালোচনার মুখে পড়েছিল। এই সমালোচনার অবসান ঘটে যখন মসজিদের নির্মাণ শেষ হয় এবং তার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় জনসমক্ষে। এই মসজিদটি বিদেশিদের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য স্থানের পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় স্থান হয়ে ওঠে। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নামের তালিকা)

সেশন : ২০২৫-২০২৯ (১১তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশন- ০৪ অক্টোবর-২০২৫, শনিবার)

ক্র. নং	ব্যক্তিবর্গের নাম	পদ
০১.	অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক	সভাপতি
০২.	আলহাজ্জ ফকির বদরুজ্জামান	সহ-সভাপতি
০৩.	আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন	সহ-সভাপতি
০৪.	প্রফেসর ড. দেওয়ান আবদুর রহীম	সহ-সভাপতি
০৫.	প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী	সহ-সভাপতি
০৬.	প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী	সহ-সভাপতি
০৭.	প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ	সহ-সভাপতি
০৮.	শাইখ আবূ আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	সহ-সভাপতি
০৯.	আলহাজ্জ মোহাম্মদ জাকির হোসেন	সহ-সভাপতি
১০.	অধ্যাপক শাইখ আহমদ আলী	সহ-সভাপতি
১১.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	সেক্রেটারি জেনারেল
১২.	জনাব সৈয়দ এম.আর. জুলফিকার	কোষাধ্যক্ষ
১৩.	শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন	যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল
১৪.	শাইখ মুহাম্মদ আবদুল মাতীন	যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল
১৫.	শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম	সাংগঠনিক সেক্রেটারি
১৬.	অধ্যাপক ফজলুল বারী খান	দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি
১৭.	শাইখ নূরুল আবসার	তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি
১৮.	শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম আবদুল হালীম মাদানী	ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি
১৯.	প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারি
২০.	হাফেয ড. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাদানী	মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি
২১.	শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ	মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারি
২২.	জনাব মো. জামাল হোসেন	তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সেক্রেটারি
২৩.	জনাব জাকির হোসেন খান	প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারি
২৪.	ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সোহেল	আইন বিষয়ক সেক্রেটারী
২৫.	জনাব মুহাম্মদ গোলাম রহমান	জনসংযোগ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি
২৬.	শাইখ আব্দুর রব আফ্ফান মাদানী	বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারী
২৭.	শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক	শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি
২৮.	শাইখ আব্দুল মালেক মাদানী	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারি
২৯.	জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খ্যালন	সমাজকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি
৩০.	ডা. সুলতান আহমদ	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারি
৩১.	মাওলানা রায়হান উদ্দীন	ইয়াতীম ও দুস্থ-মুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারি
৩২.	জনাব চৌধুরী মোমিনুল ইসলাম	দফতর ব্যবস্থাপনা সেক্রেটারি
৩৩.	শাইখ মো আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী	সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি-১ (ঢাকা + ময়মনসিংহ)
৩৪.	জনাব আবু রায়হান সিদ্দিকী	সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি-২ (রাজশাহী + রংপুর)
৩৫.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম	সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি-৩ (খুলনা + বরিশাল)
৩৬.	শাইখ মো. মিযানুর রহমান	সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি-৪ (চট্টগ্রাম + সিলেট)
৩৭.	শাইখ ইসহাক এরশাদ মাদানী	সহযোগী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি- ১
৩৮.	হাফেয মুহাম্মদ আকীল	সহযোগী দাওয়াহ বিষয়ক সেক্রেটারি- ২
৩৯.	মাওলানা লোকমান হোসেন	সহযোগী তা'লীম ও তারবিয়াত সেক্রেটারি
৪০.	জনাব আলী হোসেন ফয়সাল	সহযোগী সমাজকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারি

৬৭ বর্ষ ॥ ০১-০২ সংখ্যা ❖ ১৩ অক্টোবর- ২০২৫ ঈ. ❖ ২০ রবিউস্ সানি- ১৪৪৭ হি.

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (অক্টোবর-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১২	০৫ : ৪৬	০৭ : ০১
০২	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১২	০৫ : ৪৫	০৭ : ০০
০৩	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫০	১১ : ৪৮	০৩ : ১১	০৫ : ৪৪	০৬ : ৫৯
০৪	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ১০	০৫ : ৪৩	০৬ : ৫৮
০৫	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ১০	০৫ : ৪২	০৬ : ৫৭
০৬	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫১	১১ : ৪৭	০৩ : ০৯	০৫ : ৪১	০৬ : ৫৬
০৭	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫২	১১ : ৪৭	০৩ : ০৯	০৫ : ৪০	০৬ : ৫৫
০৮	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫২	১১ : ৪৬	০৩ : ০৮	০৫ : ৩৯	০৬ : ৫৪
০৯	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৬	০৩ : ০৮	০৫ : ৩৮	০৬ : ৫৩
১০	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৬	০৩ : ০৭	০৫ : ৩৭	০৬ : ৫২
১১	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৩	১১ : ৪৫	০৩ : ০৬	০৫ : ৩৬	০৬ : ৫১
১২	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৪	১১ : ৪৫	০৩ : ০৬	০৫ : ৩৫	০৬ : ৫০
১৩	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৪	১১ : ৪৫	০৩ : ০৫	০৫ : ৩৪	০৬ : ৫০
১৪	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৫	১১ : ৪৫	০৩ : ০৫	০৫ : ৩৩	০৬ : ৪৯
১৫	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৫	১১ : ৪৫	০৩ : ০৪	০৫ : ৩৩	০৬ : ৪৮
১৬	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	০৩ : ০৩	০৫ : ৩২	০৬ : ৪৭
১৭	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	০৩ : ০৩	০৫ : ৩১	০৬ : ৪৬
১৮	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০২	০৫ : ৩০	০৬ : ৪৫
১৯	০৪ : ৪৩	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০২	০৫ : ২৯	০৬ : ৪৫
২০	০৪ : ৪৩	০৫ : ৫৭	১১ : ৪৪	০৩ : ০১	০৫ : ২৮	০৬ : ৪৪
২১	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	০৩ : ০১	০৫ : ২৮	০৬ : ৪৩
২২	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	০৩ : ০০	০৫ : ২৭	০৬ : ৪২
২৩	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৯	১১ : ৪৩	০৩ : ০০	০৫ : ২৬	০৬ : ৪২
২৪	০৪ : ৪৫	০৫ : ৫৯	১১ : ৪৩	০২ : ৫৯	০৫ : ২৫	০৬ : ৪১
২৫	০৪ : ৪৫	০৬ : ০০	১১ : ৪৩	০২ : ৫৯	০৫ : ২৪	০৬ : ৪০
২৬	০৪ : ৪৬	০৬ : ০০	১১ : ৪৩	০২ : ৫৮	০৫ : ২৪	০৬ : ৪০
২৭	০৪ : ৪৬	০৬ : ০১	১১ : ৪৩	০২ : ৫৮	০৫ : ২৩	০৬ : ৩৯
২৮	০৪ : ৪৭	০৬ : ০১	১১ : ৪৩	০২ : ৫৭	০৫ : ২২	০৬ : ৩৯
২৯	০৪ : ৪৭	০৬ : ০২	১১ : ৪২	০২ : ৫৭	০৫ : ২২	০৬ : ৩৮
৩০	০৪ : ৪৭	০৬ : ০৩	১১ : ৪২	০২ : ৫৬	০৫ : ২১	০৬ : ৩৭
৩১	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৩	১১ : ৪২	০২ : ৫৬	০৫ : ২০	০৬ : ৩৭

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 PRICE Tk. **25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

Electrical Machine Lab

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

Library

Computer Lab

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

Permanent Campus

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক
হজ্জ বুকিং চলছে...
ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়
অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত
আমাদের বৈশিষ্ট্য:
রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।
স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫
HAS
মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস
MEMBER
ATAB
MEMBER
সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮
হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬
www.holyairservice.com
holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice